দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:22 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৯ রমযান ১৪৪৪ হিজরি ● ২১ এপ্রিল ২০২৩ ● ৭ বৈশাখ ১৪৩০ ● শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

বিলকিস মামলায় 'সুপ্রিম'-তোপ
গুজরাট সরকারকে তুলোধনা আইমা সুপ্রিমোরও

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিলকিস বানোর ধর্ষক হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিদের মুক্তির বিরুদ্ধে মাসখানেক আগে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন বিলকিসের আইনজীবী শোভা গুপ্তা। শীর্ষ আদালত তখনই বিলকিসের আবেদন শোনার জন্য রাজি হয়ে গিয়েছিল। সেই মর্মে নতুন বেঞ্চ গড়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে। এবার বিলকিস মামলায় কেন্দ্র ও গুজরাট সরকারকে একযোগে তোপ দাগল বিচারপতি কেএম জোসেফ এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্নের ডিভিশন বেঞ্চ। ওই দুই বিচারপতির বেঞ্চে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়েন সরকার নিযুক্ত সলিসিটর জেনারেল।

শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির মন্তব্য, "একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে ধর্ষণ করা হল, এতগুলো মানুষ মারা গেল। এই ধরনের মামলাকে ৩০২ ধারার আর পাঁচটা মামলার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। আপেলের সঙ্গে যেমন কমলালেবুর তুলনা করা যায় না, তেমনি খুনের সঙ্গে গণহত্যার তুলনা করা যায় না।" ডিভিশন বেঞ্চের আরও সংযোজন, "আজ এটা বিলকিস বানোর সঙ্গে হয়েছে। কাল আমার বা আপনার সঙ্গে হতে পারে। আপনারা যদি ঠিকঠাক কারণ না জানান, তাহলে আমাদের নিজেদের মতো করে ভেবে নিতে হবে।"

প্রসঙ্গত, গত বছরের স্বাধীনতা দিবসে গুজরাট সরকার হঠাৎ করেই মুক্তি দেয় বিলকিস বানোর ১১ জন ধর্ষক ও তাঁর সন্তানদের হত্যাকারীদের। মুক্তির ধর্ষকদের ফুলের মালা ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নেয় উগ্র মুসলিম বিরোধী জঙ্গি সংগঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতারা। তাছাড়া কেন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের সরাসরি মদতেই যে ধর্ষক-খুনি ও জঙ্গিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে না বলে দিলেও চলে বলে মত দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর। কোন আইনে এই ভয়ংকর অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হল, সে প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি গুজরাট সরকার। সুপ্রিম কোর্টও প্রশ্ন তুলেছে এ বিষয়ে।

"বিলকিসের জায়গায় যদি কোনও হিন্দু মহিলা থাকতেন আর অপরাধীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের হলে সরকার কি অপরাধীদের জন্য এই 'উদারতা' দেখাতে পারত?"

—সৈয়দ রুহুল আমিন
সম্পাদক, আইমা

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

হিন্দুত্ববাদীদের কাছে হিরো মোদীর পদে লক্ষ্য যোগীর !

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির নেতা আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরাফকে পুলিশ এবং সাংবাদিকদের সামনেই জেলা হাসপাতাল চত্বরে গুলি করে হত্যা করার পর থেকেই সে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল থেকে। যদিও উত্তরপ্রদেশে আদৌ আইন-শৃঙ্খলা আছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের কর্তারা। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সে রাজ্যে 'হীরক রাজার' শাসন চলছে বলেই অভিমত তাঁদের। উত্তরপ্রদেশে আইনের শাসন এখন হাতে চাঁদ পাওয়ার সমান বলেই মনে করছেন তাঁরা।

ইতিমধ্যেই 'এনকাউন্টার স্টেট' হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ। মাসখানেক আগে আতিকের ছেলে এবং তাঁর এক বন্ধুকে এনকাউন্টার করে মারে ইউপির পুলিশ। অথচ তাঁদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে সাফাই দিতে গিয়ে অত্যন্ত দুর্বল চিত্রনাট্য সাজায় ইউপির পুলিশ। ফলে বিচারের নামে প্রহসনটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। এর পরপরই পুলিশের নিরাপত্তায় থাকা আতিক এবং তাঁর ভাই আশরাফের হত্যাকাণ্ড দুষ্কৃতীদের সঙ্গে প্রশাসনের 'বোঝাপড়া'র তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করছে বলে মত তাঁদের।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

ছাপাল চিনকেও ভারত বিশ্বের সবথেকে জনবহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের জনসংখ্যা চিনকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট ইতিমধ্যেই দিয়েছিলেন বিশ্লেষকরা, এবার রাষ্ট্রসংঘও সেই রিপোর্টকে মান্যতা দিল। রাষ্ট্রসংঘ জানিয়ে দিল, চিনকে ছাপিয়ে ভারত বিশ্বের সবথেকে জনবহুল দেশে পরিণত হতে চলেছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে সম্প্রতি এই দাবি করা হয়েছে।

সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যা এই বছরের মাঝামাঝি চিনের থেকে তিন মিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ লক্ষ বেশি হবে। বুধবার প্রকাশিত তথ্যে সেই দাবি করা হয়েছে, ভারত বিশ্বের জনবহুল দেশে পরিণত হবে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্টে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৩ সালের মাঝামাঝি ভারতের জনসংখ্যা হবে ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ। আর চিনের জনসংখ্যা হবে ১৪২ কোটি ৫৭ লক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় স্থানে থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৩৪ কোটি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই জনসংখ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। জাতিসংঘের আগের তথ্য ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছে, ভারত এই মাসে চিনকে ছাড়িয়ে যাবে।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

'২৪-এ বিজেপি আসবে না'
'বিরোধী ঐক্যে'র ডাক মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ফের উঠে এল জোটের কথা। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় তকমা হারাতেই ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোট বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এখন মমতারও সুর নরম কংগ্রেসকে নিয়ে। তাহলে কি ২০২৪-এর নির্বাচনের মুখে বিরোধী ঐক্য গড়ে উঠবে।

সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করে জানান, নিশ্চিন্ত থাকুন, চব্বিশের ভোটে ওরা পাওয়ারে আসবে না। আমি বিরোধী দলগুলোকে আবার বলব— আসুন, আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হই। আর আমরা সবাই যদি মিলিত হই, তাহলে আমি নিশ্চিত ২০২৪-এ বিজেপি আসবে না। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বিজেপি বিরোধী সার্বিক জোট গড়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছেন। এতদিন কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রেখে আঞ্চলিক দলগুলির জোটের কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু হালে তার মুখে শোনা যাচ্ছে সবাই মিলে জোটের কথা। অর্থাৎ এখন তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার ব্যাপারেও নমনীয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় তকমা চলে যাওয়ার পর তিনি বিজেপি বিরোধী জোট গড়তে নমনীয় হয়েছেন। এমনকী কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়তেও তাঁর অনীহা নেই বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলে যান, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৩৫ আসন পেলেই রাজ্যে আর তৃণমূলের সরকার থাকবে না।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রিত্ব চান না রাহুল !
মোদী-বিরোধী মুখ হিসেবে কাকে চান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে খাঁড়া নেমে এসেছে লোকসভায়। মানহানির মামলায় দোষীসাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁকে ২ বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। আর তারপর তাঁর লোকসভার সাংসদ পদও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। আর এটাই শাপে বর হতে পারে রাহুল গান্ধীর।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিরোধী ঐক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন এবার, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাঁর বিরুদ্ধে খাঁড়া নেমে আসায় তিনি এখন ফ্রি-হ্যান্ড। তিনি মোদী-বিরোধী ঐক্য গড়ায় জোর দিতে পারেন। তাঁর আর একটি সুবিধা হল, তিনি প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আগ্রহী নন।

২০২৪ সালে কংগ্রেস অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো না করলে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রিত্বের লড়াইয়ে থাকবেন না। তিনি এ বিষয়ে স্পষ্ট করেই দিয়েছেন। রাহুল গান্ধীর পরিকল্পনা হল, যতক্ষণ না কংগ্রেস লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে অন্তত অর্ধেক আসন পাচ্ছে, ততদিন তিনি বা তাঁর দল প্রধানমন্ত্রিত্বের লড়াইয়ে শামিল হবেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের পক্ষে লোকসভায় ১৫০-র বেশি আসনে জেতা খুবই কঠিন। রাহুল চাইছেন না তাঁর দলের সংখ্যা না থাকলে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে বসতে। তা যদি না সম্ভব হয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি হলেও কংগ্রেস এই লড়াইয়ে যাবে না। বরং আঞ্চলিক দলের কোনো মুখকেই সমর্থন দেবে। বিরোধী দলগুলির সুপ্রিমোরা তা ভালো করেই জানেন।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

ভর্তি চলিতেছে
আইমার সভাপতি পীর আল্লামা সৈয়দ খালেদ হুসাইন সাহেবের (প্রতাপপুর দরবার শরীফ) দোওয়া ও পৃষ্ঠপোষকতায়...
একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
APJ ABDUL KALAM INSTITUTION
পশ্চিম বাইনান ❖ বাগনান ❖ হাওড়া ❖ পঃ বঙ্গ
একাদশ ও দ্বাদশ বিজ্ঞান বিভাগ
পরিচালনায় : এস এম ট্রেড টেস্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন

Jakir Mullick
Chairman

Sk. Sabir Md.
Secretary

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
যে কোন দিন প্রতিষ্ঠানে এসে ২০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। (Psc. - 6, Lsc. - 4, Math. - 6, Eng. - 4)
ওই দিনই ছাত্রের Result এবং Counsellling
ক্লাস শুরু ২রা মে, ২০২৩
স্থাপিত : ২০২০

সাফল্য
বিগত বছর (২০২২) প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৪৩ জন ছাত্র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রত্যেকে ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে।

মোট পরীক্ষার্থী	75-80%	80-85%	85-90%	>90%
43	11	22	08	02

বিশেষ দ্রষ্টব্য
এখানে বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি এস এম ট্রেড টেস্ট এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর তত্ত্বাবধানে কারিগরি শিক্ষা এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে।
Contact : 9732 45 33 51 / 7679 78 74 88 / 8597 17 17 52

KGN
মোঃ ৯৭৩৩ ৭৯৫১৪৪
কে.জি.এন মার্বেল হাউস
হেড অফিস ও শোরুম ঃ পুরশুড়া ❑ সামন্ত রোড ❑ হুগলি

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ ১
কালিপুর, আরামবাগ মোঃ - ৯৭৩৪০৪৬০০০
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ ২
তারকেশ্বর, ভীমপুর মোঃ - ৯৭৩৪০৪৪০০০
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ ৩
ক্যানেলপুল (বাবরকপুর), বর্ধমান মোঃ - ৭৫৯৬০৩৫৫৬৬
K.G.N.
AUTOMOBILES

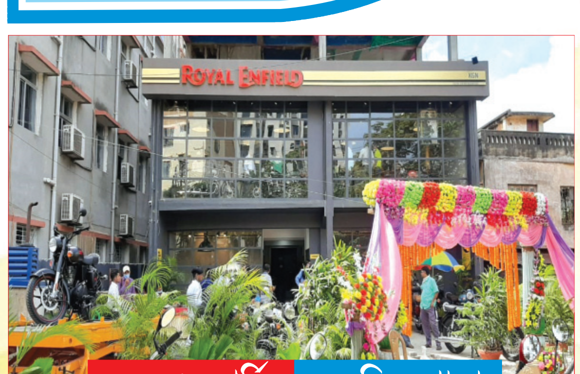

ফাইনান্স এবং এক্সচেঞ্জের সুবিধা
সব দিন খোলা
সেলস এন্ড সার্ভিস
Booking Spot Delivery
সেলস এন্ড সার্ভিস সব দিন খোলা
হেড অফিস : হুগলি শ্রীরামপুর জি টি রোড
Ph. : 7596 035 575 / 7536 012 383 / 9733 795 144
শাখা অফিস : তারকেশ্বর
Phone : 7596 035 575
শাখা অফিস : আরামবাগ
Phone : 7596 012 979 / 7596 035 573

ROYAL ENFIELD
গাড়িতে আকর্ষণীয় অফার
Attractive EMI
আরামবাগ কুকিং মশলা কে.জি.এন গ্রুপের নতুন উদ্যোগ
ফাইনান্স এবং এক্সচেঞ্জের সুবিধা

CONTACT
For Sales : +91 7596 035 575
For Service : +91 7596 035 574
kgnautomobiles2020@gmail.com
www.kgngrp.com
79/A/10, G.T. Road, P.O. + P.S : Serampur, Dist. : Hooghly - 712203 (Near Nagar More)

ইউক্রেনের স্লোভিয়ানস্কে বড়সড় হামলা রাশিয়ার

শিশু-সহ মৃত ৮

বিশেষ প্রবেদক : ইউক্রেনের উপর বড় ধরনের হামলা চালাল রাশিয়া। রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর স্লোভিয়ানস্কে এক শিশু-সহ অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। জখম হয়েছে বেশ কয়েকজন। রুশ হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ইউক্রেনের ডোটেটস্ক অঞ্চলের গভর্নর পাভলো কিরিলেঙ্কো। হামলায় এলাকা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে বলে জানান তিনি। একটি টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাভলো বলেন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শিশু-সহ আটজনের মৃত্যু হয়েছে। সাতজনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হলেও, শিশুটিকে ধ্বংসস্তুপ থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তার মৃত্যু হয়। ঘটনায় ২১ জন অসামরিক ব্যক্তি জখম হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন ডোটেটস্ক অঞ্চলের গভর্নর। মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

ইউক্রেন প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে যে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পূর্বাঞ্চলীয় শহর স্লোভিয়ানস্কে ১০টি ভবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়। হামলায় একটি বহুতলে উপর তলায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে। অতর্কিত হামলার ঘটনায় মস্কোর তীব্র নিন্দা করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আইন না মেনে প্রকাশ্যে দিবালোকে হামলা চালানোয়, পুতিনের আসল চেহারাটা ফের একবার প্রকাশ্যে এল বলে অভিযোগ করেন তিনি। সেই সঙ্গে হামলার মৃত শিশুর পরিবারকে সমবেদনাও জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। গত বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক হামলা চালায় রাশিয়া। প্রায় এক বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও, যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। সম্প্রতি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইউক্রেনের তরফে দেওয়া হয়েছে হুঁশিয়ারি। তারপরেই রাশিয়ার এই হামলা, পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

তীব্র আর্থিক সঙ্কট, চারদিকে খাবারের হাহাকার!

'ভৌতিক দেশ'-এ পরিণত হতে চলেছে পাকিস্তান?

বিশেষ প্রবেদক: দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট চরমে পৌঁছেছে। মানুষ খেতে পাচ্ছেন না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দাম। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় বিশেষজ্ঞেরা। দেশের মানুষজনের মধ্যে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ির ঘটনা প্রায়ই প্রকাশ্যে আসে। সরকারের তরফে গম বিলি করার আয়োজন করা হলে, সেই গম সংগ্রহ করতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কিতে মৃত্যুর ঘটনাও বিরল নয়। গত কয়েকদিনে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে এক লিটার দুধ বিকোচ্ছে ২১০ টাকায়। আটা, ময়দাও মহার্ঘ। প্রায় প্রতিদিনই অন্তত ৩০ থেকে ৪০ টাকা করে বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্যপণ্যের দাম। এই সার্বিক ন্যুব্জ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞেরা। দেশের প্রাক্তন সরকারি পরামর্শদাতা মনে করছেন, পাকিস্তান আগামী দিনে 'ভৌতিক দেশ'-এ পরিণত হতে চলেছে। সাকিব শেরানি পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রককে প্রধান অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সরকারের পরামর্শদাতার কাজ করেছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর মতামত ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদপত্র 'ডন'-এ শেরানি একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, লেবাননের মতো পরিস্থিতি হতে পারে পাকিস্তানেও। ডন পত্রিকায় নিজের প্রতিবেদনের শুরুতে আমেরিকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছেন শেরানি। মাথায় বিপুল লোকসানের বোঝা নিয়ে যে ব্যাঙ্ক কোনেরকমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, অর্থনৈতিকভাবে যে ব্যাঙ্ক ঝুঁকে পড়েছে, তাকে 'জম্বি' বা 'ভৌতিক' ব্যাঙ্ক বলা হয়।

শেরানির মতে, আমেরিকার ব্যাঙ্কের মতোই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। তার মাথাতেও লোকসানের বোঝা। যার ভারে দেশটি অর্থনৈতিক দিক থেকে নুইয়ে পড়েছে। ফলে ভৌতিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে পাকিস্তানও। পরিসংখ্যান বলছে, পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার তলানিতে। ফলে বিদেশের ঋণ ইসলামাবাদ পরিশোধ করতে পারছে না। উল্টে মিত্র দেশগুলির কাছে হাত পাততে হচ্ছে বাধ্য হয়ে।

বিদেশ থেকে আমদানি যতটা সম্ভব কমিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। আর্থিক সঙ্কটের মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর দ্বারস্থ হয়েছে দেশটি। পাকিস্তানকে রাজস্ব বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে আইএমএফ। পাক অর্থনীতিবিদের দাবি, আইএমএফের সাহায্যও যথেষ্ট নয়। অনেকে বলেছেন, ঋণের দায়ে ডুবে থাকা দেশটির পতন নিশ্চিত। আর এর জন্য দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থকেন্দ্রিক মানসিকতাকে দায়ী করা হচ্ছে। পাক অভিজাতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দেশের দিকে নজর না দিয়ে তাঁরা বিদেশে বিনিয়োগে ব্যস্ত। দেশের মাটিতে ব্যবসায় দেশের বণিকেরাই উৎসাহিত নন, ফলে বিদেশি বিনিয়োগে দেশের উন্নয়নের সম্ভাবনাও ক্ষীণ। গত কয়েক বছরে একাধিক বিদেশি সংস্থা পাকিস্তান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে গিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশকে ঘিরে ধরেছে সীমাহীন বেকারত্ব। সেই সঙ্গে প্রকৃতিও সঙ্গ দেয়নি।সাম্প্রতিক অতীতে বিধ্বংসী বন্যায় পাকিস্তানে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতিও নজির গড়েছে দেশটিতে। মার্চ মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার পৌঁছে গিয়েছে ৩৫.৪ শতাংশ। ১৯৬৫ সালের পর থেকে যা সর্বোচ্চ।

আইএমএফের অনুমান, শুধুমাত্র চলতি বছরেই পাকিস্তানে মূল্যবৃদ্ধির হার ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। যা উপমহাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, শ্রীলঙ্কার পরেই। সাম্প্রতিক সঙ্কটে পাকিস্তানের ব্যাঙ্কগুলির উপরে চাপ পড়তে শুরু করেছে। অর্থনীতিবিদ শেরানির মতে এই চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। ক্রমবর্ধমান সুদের হারে প্রভূত ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।পরিসংখ্যান প্রকাশ করে শেরানি দেখিয়েছেন, পাকিস্তান সরকার যে ভাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে আছে, তাতে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগের ৭০ শতাংশই সরকারের ঋণ। যা সামগ্রিক আমানতের প্রায় ৯২ শতাংশ।

পাকিস্তানের টালমাটাল রাজনীতি, স্থিতাবস্থার অভাব দেশের পরিস্থিতিকে দিন দিন আরও ভয়ানক করে তুলছে বলে দাবি শেরানির। তাঁর কথায়, ''প্রতি দিন একটু একটু করে আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কম।''

'গণতন্ত্রের উপর হামলা' বিক্ষোভে উত্তাল ইজরায়েল

বিশেষ প্রবেদক: তেল আবিব ফের উত্তাল হয়ে উঠল ইজরায়েল। আবারও বিচারবিভাগীয় নীতির বিরুদ্ধে তেল আবিব শহরের রাস্তায় নামল হাজার-হাজার মানুষ। গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ হচ্ছে অভিযোগ তুলে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামল ইজরায়েলের মানুষ। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' স্লোগানে সরব হয়েছে তারা। এই বিক্ষোভে বোমাবাজির খবরও উঠে এসেছে।গত ২৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে এক সংশোধন এনেছেন। যা ইজরায়েলের মানুষের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। তারপর থেকেই রাজধানীর রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে সামিল হয়েছে ইজরায়েলের মানুষ।

সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ১০ হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। হাইফার উত্তর বন্দর এবং বিচারপতির বাড়ির বাইরেও বিক্ষোভ-প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। ষাটোর্ধ্ব এক বিক্ষোভকারীর কথায়, ''আমরা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি। আমরা অন্য দেশের বাসিন্দা নয়।''

প্রসঙ্গত, বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্রে বেঞ্জামিন সরকার যে নীতি নিয়ে এসেছে, সেটা সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্বকে খর্ব করবে এবং বিচারক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনীতিবদদের বেশি ক্ষমতা দেবে এবং গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করবে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও বেঞ্জামিন সরকারের দাবি, সাংসদ ও বিচারবিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য এই পরিবর্তনগুলি প্রয়োজন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মার্কিন সংস্থা মুডি'স-এর রেটিংয়ে ইজরায়েলের দৃষ্টিভঙ্গি ত্ইতিবাচকদ থেকে 'স্থিতিশীল'-এ নেমে এসেছে। এই তকমা পাওয়ার একদিন পর, শনিবারই বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল তেল আবিব।

নিষ্ক্রিয় তিন চুল্লি, পরমাণু-যুগ শেষ হল জার্মানিতে

বিশেষ প্রবেদক : গোটা বিশ্বজুড়ে যখন পরমাণু শক্তির হুঙ্কার ও বলপ্রদর্শন, তখন পরমাণু শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল জার্মানি। এ দেশে চালু থাকা শেষ তিনটি পরমাণু চুল্লি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে তীব্র জ্বালানি-সঙ্কটে রয়েছে জার্মানি-সহ গোটা ইউরোপ। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারও ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিচ্ছে তারা। এই অবস্থাতেও পরমাণু শক্তির ব্যবহার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল এই দেশ। খুশি জার্মানির মানুষ।

পশ্চিমের দেশগুলি কিন্তু পরমাণু শক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছে। সেখানে জার্মানির পরমাণু-যুগ শেষ হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি। গত কাল রাতে তিনটি পরমাণু চুল্লি বিদ্যুত গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে এই কথা জানিয়েছে আরডব্লিউই শক্তি সংস্থা।

২০০২ সাল থেকে পরমাণু শক্তির ব্যবহার বন্ধের কথা ভাবতে শুরু করেছিল ইউরোপের অন্যতম বহৎ এই অর্থনীতি। ২০১১ সালে জাপানে ফুকুশিমা-দাইচি পরমাণু বিপর্যয়ের পরে বিষয়টি সম্পর্কে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই মতো পদক্ষেপ করতে শুরু করেছিলেন তৎকালীন চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল। অবশেষে ২০২৩ সালে সম্পূর্ণ বন্ধ হল। ২০২২ সালেই বন্ধ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের জেরে রুশ গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। তাতে পিছিয়ে যায় গোটা প্রক্রিয়াটি। জার্মানির মানুষ এই সিদ্ধান্তে যার পর নাই খুশি। ঠান্ডা যুদ্ধ কিংবা ইউক্রেনের চের্নোবিল বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে তাঁরা বরাবরই পরমাণু শক্তি-বিরোধী। পরিবেশ মন্ত্রী স্টেফি লেমকে বলেন, ''পরমাণু শক্তির ঝুঁকি কোনওভাবেই সামলানো সম্ভব নয়।''

পরমাণু শক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার খবরে জার্মানির বিভিন্ন প্রান্তে আজ আনন্দ-অনুষ্ঠান হয়েছে। পরমাণু শক্তি-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকা 'গ্রিনপিস' সংস্থা বার্লিনের ব্র্যান্ডেনবার্গ গেট-এ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানে একটি প্রতীকী ডাইনোসরের মডেল ধ্বংস করা হয়। এ ছাড়াও জার্মানির বেশ কয়েকটি শহরেমিছিল করেন সাধারণ মানুষ, উদ্‌যাপন করা হয় দিনটি। অনেকেই বলেন, ''এক বিপজ্জনক, অস্থিতিশীল, দামী প্রযুক্তির ব্যবহার অবেশেষ বন্ধ হল।'' অর্থনীতি মন্ত্রী রবার্ট হাবেক জানিয়েছেন, এখন, না হলে পরে ওই চুল্লিগুলি নষ্ট করে দেওয়া হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গ্যাস স্টোরগুলিতে জ্বালানি মজুত আছে। রুশ জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় যে পরিস্থিতি হয়েছিল, সেটা সামলানো গিয়েছে।

তীব্র গরমে সাউ জলাধারে জলের স্তর নেমে যাওয়ার পরে একটি পুরানো নৌকা অর্ধেক চাপা পড়ে রয়েছে স্পেনের বার্সেলোনা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরে।

বিবিধ

'২৪-এ বিজেপি আসবে না'

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ ২০২৫-এর আগেই সরকার পড়ে যাবে বলে তিনি বিজেপিকে ২০২৪ লোকসভা ভোটের টার্গেট দিয়ে যান। তার প্রত্যুত্তরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া বার্তা দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে চক্রান্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, ওরা আমাদের সরকার ফেলবে কি, ২০২৪-এ তো ওরা পাওয়ারেই থাকবে না। বিরোধীরা একজোট হলে বিজেপি সরকার গড়তে পারবে না। এবার সেই চেষ্টাই করব আবার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৯-এ লোকসভা ভোটেও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সচেষ্ট হয়েছিলেন বিরোধীদের ঐক্যমঞ্চ গড়ে তোলার ব্যাপারে। কিন্তু বিরোধী সমমনোভাবাপন্ন দলগুলিতে এক মঞ্চে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেও জোটবদ্ধ হতে পারেননি তারা। তাই এবার তারা প্রত্যেকে এক মঞ্চে এসে জোট গড়ে এগোতে পারবে কি না, প্রশ্ন রয়েই যায়। ২০১৯-এ বিরোধীদের জোট গড়ার সদিচ্ছাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বিজেপি বিপুল আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। এবার সামলে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে। ফের বিরোধী ঐক্যে শাসন দিতে তৎপর বিরোধী অনেক দলই। কিন্তু কোথায় একটা অভাব রয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বিরোধী জোট আর গড়ে উঠছে না। এখন বিরোধীরা সবাই শাসক বিজেপির কুনজরে। একসঙ্গে সমস্ত বিরোধী দলকেই কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি সরকার। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে লেলিয়ে দিয়ে মমতা থেকে শুরু করে কেজরিওয়ালের দলকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে তারা। এমনকী রাহুল গান্ধীরও সাংসদ পদ খারিজ করিয়েছে তারা।

শুধু তাই নয়, বিআরএস থেকে আরজেডি সবাইয়ের বিরুদ্ধেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি লেলিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিই বিরোধীদের এক জায়গায় এনে দিয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। সবাই জোট বাঁধতে তাই মরিয়া। বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিতে সমস্ত বিরোধী দলই কোমর বাঁধছে তাঁরা।

মোদীর পদে লক্ষ্য যোগীর!

প্রথম পাতার পর

এদিকে পুলিশের সামনেই একদল হিন্দুত্ববাদী জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে দিতে যেভাবে আতিক ও আশরাফকে হত্যা করে, সেই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মীরা। তাঁদের মতে, যোগী আদিত্যনাথের সরকার যদি নিজের হাতেই আইন তুলে নেয়, তাহলে আদালত বা বিচার বিভাগ থাকার যৌক্তিকতা কোথায়?

প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় বেছে বেছে নির্দোষদের বাড়িঘর বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া, রাজ্যের একাধিক জায়গার নাম পরিবর্তন, পাঠ্য বই থেকে মুঘল ইতিহাস বাদ, সব ক্ষেত্রেই কোপ পড়েছে সে রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর। এমনকী তীব্র মুসলিম বিদ্বেষী বিজেপি সরকারের এনকাউন্টার-রোষ থেকেও রেহাই পাননি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। উত্তরপ্রদেশে জেলবন্দি নিরপরাধ মানুষ থেকে শুরু করে এনকাউন্টারে বলি হওয়া হতভাগ্যদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বলে জানা গিয়েছে। দেশের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বীজ বপন করছে যোগী প্রশাসন। এমনটাই বক্তব্য সমাজের বিশিষ্টজনদের। তাছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে উত্তরপ্রদেশকে স্বৈরাচারী রাজ্য বানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অভিযোগ বিজেপি বিরোধী দলগুলোর।

২০১৬ সালে রাজু পাল হত্যার ঘটনার সাক্ষী উমেশ পালকে খুনের অভিযোগ ওঠে সমাজবাদী নেতা আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরাফের বিরুদ্ধে। তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। এতদিন ধরে তাঁরা জেলেই ছিলেন।

কিন্তু জেল থেকে তাঁদের 'নিরাপদ' স্থানে নিয়ে যাওয়াটাই কাল হল। তিনজন হিন্দুত্ববাদী মোট ১২টি গুলি চালিয়ে হত্যা করে আতিক ও তাঁর ভাইকে। হত্যার পরে তাদের জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতেও দেখা যায়। এদিকে এই ঘটনায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক আধিকারিক আতিক হত্যার দিনকয়েক আগেই তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন, আতিক এবং তাঁর ভাইকে এনকাউন্টার করা হবে।

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি আতিক-আশরাফ হত্যার ব্লু-প্রিন্ট আগেই তৈরি হয়ে ছিল? মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশেই যে এই হত্যাকাণ্ড তা নিয়ে সরব হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো। অন্যদিকে পুলিশের ঘেরাটোপে হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে আতিকদের কীভাবে খুন করা হল, তা জানতে চেয়ে যোগী সরকারকে নোটিশ পাঠিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও।

তবে আতিক খুনের দায়ে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করে পাঁচজন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করে দায় সারলেও বিতর্ক কিন্তু কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না যোগী আদিত্যনাথের। প্রশ্ন উঠছে, এইভাবে হিন্দুত্ববাদীদের কাছে হিরো সেজে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথকেই কি সুগম করছেন হিন্দুত্বের পোস্টারবয় যোগী আদিত্যনাথ?

ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত চেঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী বাজার

এম.এ. মনু, উলুবেড়িয়া: সামনে ঈদ জমজমাট লাডলো জুটমিল বাজার। ব্যবসায়ীরা গভীর রাত পর্যন্ত ব্যবসায়িক কাজ সম্পন্ন করে সবে বাড়ি ফিরেছে, কেউবা খেতে বসেছে অথবা কেউ হয়তো বিছানায়। রাত্রি ১৩০ টা নাগাদ খ বর ছড়িয়ে পড়ে, লাডলো বাজারে আগুন! মুহূর্তের মধ্যেই, স্থানীয়দের উপস্থিতিতে আগুনের লেলিহান শিখায় পুরো আকাশটা লাল হয়ে যায়! আগুনের তীব্রতা এতটাই ভয়ংকর, কাছাকাছি যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে! বাজারের সমস্ত গেট বন্ধ থাকায়, বিনা বাধায় একের পর এক পুড়তে থাকে পুরো মার্কেট। ফোন যায় ফায়ার ব্রিগেডে। দেরিতে হলেও ফায়ার ব্রিগেডের দুটি ইঞ্জিন সংকীর্ণ গেটে ঢুকতে না পেরে, রাস্তার ওপর থেকেই আগুন নেভাবার কাজ শুরু করে। পরে আরো দুটি ইঞ্জিন অন্য পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় দেড়শো দোকান ভষ্মীভূত হয়ে পড়ে। কোনোকিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বেলা বারোটা নাগাদ আগুন নেভানোর কাজ শেষ হয়। বহু পুরনো ঐতিহ্যবাহী আমেরিকানদের লাডলো জুটমিল প্রাইভেট বাজার। ঈদের উৎসবের মরশুমে ব্যবসায়ীরা মোটা অংকের মালপত্র দিয়ে দোকান সাজিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ!

ক্লাসিক ক্লথের সেলসম্যান শেখ সাবির আলী ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা জানালেন, 'রাত্রি সাড়ে বারোটা নাগাদ কাজ ছেড়ে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাই। রাত্রি ১৩০ টা নাগাদ খবর আসে, আগুন লেগেছে। তড়িঘড়ি করে আমরা সবাই ছুটে আসি, কিন্তু দারোয়ান গেট খুলতে দেরি করে। আমরা চেষ্টা করি আগুন নেভানোর কাজে হাত দিতে। কিন্তু আগুনের তাপ এতটাই যে, কাছাকাছি যাওয়ার উপায় ছিলনা। সমস্ত বাজারটা আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করে ফেলেছে। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা আমাদের খুবই সহযোগিতা করেছে। আমরাও তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। দক্ষিণ দিকের বেশ কয়েকটা দোকান রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। তবে যে অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে এই ঈদের বাজারে, তার প্রভাব পড়বে সমস্ত ব্যবসায়ীদের ওপর। প্রত্যেক দিনই ছিল জমজমাট ভিড়। এর সাথে, একইসঙ্গে এত বড় মার্কেটে আগুন লাগার কারণ হিসাবে অন্তর্ঘাত বা রহস্য দেখছেন অনেকে।

সবথেকে জনবহুল

প্রথম পাতার পর

তবে জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদনে পরিবর্তন হলে তবেই তা স্বীকৃত হবে। সেই পরিবর্তন কবে হবে তা নির্ধারিত করা হয়নি এখনও। জাতিসংঘের তরফে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভারত ও চিন থেকে আসা তথ্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তার কারণে একটি তারিখ নির্দিষ্ট করা অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে ভারতের শেষ আদমশুমারি ২০১১ সালে হয়েছিল। ভারতে পরবর্তী আদমশুমারি ২০২১ সালে হওয়া মহামারীর কারণে বিলম্বিত হয়েছে। যদিও ভারত ও চিনের জনসংখ্যা বিশ্বের ৮০০ কোটি জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি হবে। বর্তমানে দুই এশিয়ান জায়ান্টের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনা করতে দেখা যায় ভারতের থেকে চিনে অনেক দ্রুত গতিতে কমছে জনসংখ্যা। গত বছর, চিনের জনসংখ্যা ছয় দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো হ্রাস পেয়েছিল। এটিকে একটি ঐতিহাসিক মোড় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২০১১ সাল থেকে গড় ১.২ শতাংশ হয়েছে, যা আগের ১০ বছরে ১.৭ শতাংশ ছিল সরকারি তথ্য অনুসারে।

প্রধানমন্ত্রিত্ব চান না রাহুল!

প্রথম পাতার পর

সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যে দল বৃহত্তম হবে, সেই দলকেই সমর্থন দেবে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যে কোনও আঞ্চলিক নেতার জন্য খোলা। সে ক্ষেত্রে ৩০-এর বেশি সংসদীয় আসন পেতে হবে। অ-কংগ্রেস দলগুলির সঙ্গে যাঁদের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে, তাঁরাই এগিয়ে থাকবে লড়াইয়ে। অতীতেও এমন রেকর্ড ছিল। ১৯৭৭-এ যখন জয়প্রকাশ নারায়ণ উচ্চপদ গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তখন জগজীবন রাম এবং চরণ সিং উভয়েরই পছন্দের প্রার্থী ছিলেন ৭৭ বছর বয়সী মোরারজি দেশাই। আবার ১৯৮৯ সালে ভিপি সিং শীর্ষ পদে বসেছিলেন, তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন চৌধুরী দেবীলাল।

এছাড়া ১৯৯৬ সালে ইউনাইটেড ফ্রন্টে প্রচুর নাম ছিল। লালুপ্রসাদ যাদব থেকে মুলায়ম সিং যাদবরা ছিলেন। তারপরও এইচডি দেবগৌড়াকে মনোনীত করা হয়েছিল। আর ২০০৪ সালে সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তখন অর্জুন সিং বা প্রণব মুখোপাধ্যায় থাকা সত্ত্বেও মনমোহন সিংকে বেছে নিয়েছিলেন সোনিয়া।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৭, ১৯৮৯, ১৯৯৬ ও ২০০৪ সালে যথাক্রমে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, পিভি নরসিমা রাও এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্য বা জোট গড়ে উঠেছিল এবং তা সফল হয়েছিল। এখন ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ফের জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছেন আঞ্চলিক দলের নেতা-নেত্রীরা।

বিলকিস মামলায় 'সুপ্রিম'-তোপ

প্রথম পাতার পর

তারা জানিয়েছে আইন আছে বলেই ধর্ষকদের ছাড়া যায় না। অপরাধের গুরুত্ব দেখে কোন আইন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে সেটা আরও ভালো করে বিবেচনা করতে হবে। কীসের ভিত্তিতে এত বড় নৃশংস হত্যাকারী ও ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়া হল? প্রশ্ন শীর্ষ আদালতের।

বিলকিস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ নিয়ে মুখ খুলেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবও। তিনি জানিয়েছেন, বিলকিস বানোর ধর্ষকরা সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণির প্রাণী। যারা তাদের ছেড়ে দিয়ে 'গণতান্ত্রিক অধিকার'-এর যুক্তি দেখাচ্ছে, তাদের মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বিজেপি দলটাকে পরিচালনা করে একদল সাম্প্রদায়িক ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট মানুষ। ঘুরিয়ে আইমা সম্পাদকের প্রশ্ন, বিলকিসের জায়গায় যদি কোনও হিন্দু মহিলা থাকতেন আর অপরাধীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের হলে সরকার কি অপরাধীদের জন্য এই 'উদারতা' দেখাতে পারত? শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণকে সাধুবাদ জানিয়ে ধর্ষক-খুনিদের কঠোরতম

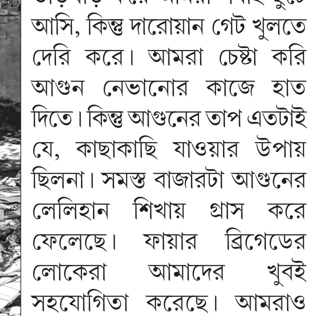

সাজা দাবি করেছেন আইমা সুপ্রিমো।

এদিকে আগামী ২ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধর্ষকদের মুক্তির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের পক্ষ থেকে। যদিও সরকার নথি জমা দেবে, না আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ, বিচার ব্যবস্থার ফাঁক গলেই নানা সময়ে এই মামলায় দীর্ঘসূত্রিতা হচ্ছে। কখনও স্থগিতাদেশ, কখনও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলাকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার ২ মে-র পর বিলকিস মামলা কোন দিকে মোড় নেয়।

নির্বাচন শিয়রে, ইউএসএফ-এর সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু আইমার কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন একেবারে শিয়রে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ভোটের দামামা বাজিয়ে দেবে নির্বাচন কমিশন, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক দলগুলো। ফলে নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। পিছিয়ে নেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনও। বহু আগেই পঞ্চায়েত ভোটে আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের ভোটে লড়ার কথা ঘোষণা করেছেন সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সেই মর্মে আইমার সৈনিকরা সাংগঠনিক কাজ শুরু করে দিয়েছেন অনেক আগে থেকেই। এবার শুরু হল আইমা সমর্থিত রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড সেকুলার ফ্রন্ট (ইউএসএফ)-এর প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের বিভিন্ন অঞ্চলে ইউএসএফ মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখনের খবরে স্বভাবতই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন দলের কর্মীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার কথা শুনেই বুকে কাঁপন ধরেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। ফলে আইমা এবং তার সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বিরুদ্ধে ব্যক্তি কুৎসায় মেতেছেন শাসকদলের একাধিক নেতানেত্রী, অভিযোগ এমনটাই। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ত্রিস্তরীয় এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদলকে যথেষ্ট বেগ দেবে ইউএসএফ। কারণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসকদলের ব্যাপক দুর্নীতি, চুরি , স্বজনপোষণ নিয়ে ইতিমধ্যেই মোহভঙ্গ হয়েছে মানুষের। ফলে তাঁরা পরিবর্তন চাইছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ইউএসএফকেই তাঁদের পছন্দ। আইমাও চাইছে শাসকদলের বিরুদ্ধে এই জনরোষকে কাজে লাগিয়ে ভোটে জিতে মানুষকে উপযুক্ত এবং প্রাপ্য পরিষেবা ফিরিয়ে দিতে।

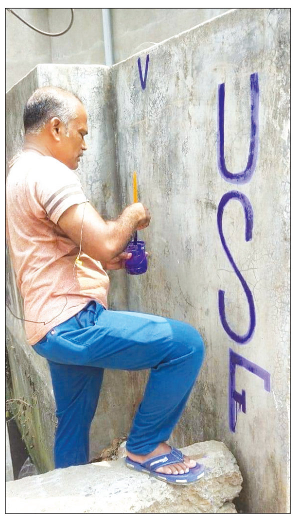

ভিক্ষা নাকি নিঃস্বার্থ কাজ! ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশ্ন আইমার কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেই ৫০০ টাকা ভিক্ষার অর্থ, নেই কোনও গালভরা প্রতিশ্রুতি। আছে শুধু অনাবিল ভালোবাসা আর একগুচ্ছ নিয়মনিষ্ঠা। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ইউএসপি। আর এই ইউএসপির জোরেই শুধুমাত্র হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব এবং পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি মহব্বত থেকেই নিষ্ঠাভরে কাজ করে যান আইমার সৈনিকরা।

সম্প্রতি হাওড়া জেলা আইমার পক্ষ থেকে পবিত্র ইদ-উল-ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে উপরের এই সত্যকে আবার একবার প্রতিষ্ঠা করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তাঁদের মতে, কেউ নেতা হতে চাইলে তাঁকে আগে একজন ভালো কর্মী হতে হবে। তাছাড়া আইমা করতে গেলে কাজ করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। ৫০০ টাকার কাছে বিকিয়ে গেলে চলবে না। আইমার সৈনিকরা নিজেও এই সত্যকে পদে পদে মেনে চলার চেষ্টা করেন। তাঁরা টাকার বিনিময়ে ব্যানার লাগান না। বরং আইমার প্রতি গভীর ভালবাসার কারণেই সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পণ করেছেন তাঁরা। তাই সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের আবেদন, ৫০০ টাকার বিনিময়ে যারা কাজ করে, মানুষ তাদের পাশে থাকবেন, নাকি নিঃস্বার্থে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের দিকে বাড়াবেন সহযোগিতার হাত? প্রশ্নটা একদিক থেকে দেখতে গেলে খুব সহজ। আবার উল্টে দেখলে অত্যন্ত কঠিন। তাই বিবেচনার ভার মানুষের ওপরেই ছেড়ে দিতে চান আইমার সৈনিকরা।

তমলুকে ইফতার দর্জা আইমা ইউনিটের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি: যিনি পবিত্র সত্তা, যাঁর কোনও শরীক নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আর এক নাম রহমান। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার কোনও জায়গা নেই। সেই পরম দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড়ো মেহেরবানি করে মুসলিম উম্মাহকে রোজা রাখার তৌফিক দান করেছেন। মহান রবের সেই করুণাধারার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বিভিন্ন স্থানে ইফতার মজলিসের আয়োজন করে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক ইউনিট। উদ্দেশ্য, দুহাত তুলে সমবেতভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিগত দোষত্রুটি, অন্যায়গুলো থেকে মুক্তি পাওয়া। এবার গুনাহ মাফ, বিশ্বশান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশে এবং অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নীতি ও আদর্শকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এমনই একটি ইফতার মজলিসের আয়োজন করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দর্জা আইমা ইউনিট। তমলুক ব্লক আইমা ইউনিটের সহযোগিতায় আয়োজিত এই ইফতার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সভাপতি বিষ্ণুপদ পণ্ডা মহাশয় এবং সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। এছাড়াও স্থানীয় অঞ্চলের বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে জমে উঠেছিল এই ইফতার মজলিস।

ডিঘাসিপুর ১৭ নং ওয়ার্ড আইমা অফিসে ইফতার মজলিস

নিজস্ব প্রতিনিধি: পবিত্র রমজান মাস প্রায় শেষের দিকে। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। এদিকে কোনওভাবেই থেমে নেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে প্রতি বছরের মতো এবারেও পুরো রমজান মাসজুড়ে ইফতার মজলিসের আয়োজন করেছিল সংগঠনের একাধিক ইউনিট। আইমার তেমনই এক ইউনিট হল হলদিয়া সাব ডিভিশনের অন্তর্গত ডিঘাসিপুরের ১৭ নং ওয়ার্ড আইমা অফিস। গত ২৪শে রমজান সেখানেই সাড়ম্বরে পালিত হল ইফতার মজলিস। উপস্থিত ছিলেন ওই অঞ্চলের বহু সাধারণ রোজাদার মানুষ। ছিলেন ডিঘাসিপুর ১৭নং ওয়ার্ড আইমা অফিসের সৈনিকরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার মজলিস মানেই সেখানে থাকে বিশেষ চমক।

অতিথিদের আপ্যায়নের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি রাখেন না উদ্যোক্তারা। তাছাড়া মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়ার মাধ্যমে বিশ্বশান্তির আবেদন জানানো হয় এই মজলিসগুলো থেকে। ফলে এই ইফতার মজলিসে যোগ দিতে এসে মনে তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যান রোজাদাররা।

২৪ শে রমজানের ইফতার মজলিসও আইমার ঐতিহ্যের ধারায় নতুন পালক জুড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে বেলডাঙা আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: পবিত্র রমজান মাস চলছে। সবাই যে যার মতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতে ব্যস্ত। বাহ্যিক কোনো ব্যাপারে কারো প্রায় দৃষ্টি দেওয়ার ফুরসত নেই বললেই চলে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকদের তো আর থেমে থাকার উপায় নেই। তাঁরা রমজানের রোজা পালনের সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠনের কাজে ব্যস্ত রেখেছেন নিজেদের। এবার আগুনে পুড়ে যাওয়া অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আবার একবার মানবতার নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সৈনিকরা।

সম্প্রতি মির্জাপুর গ্রামের একটি পরিবারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় বহু দরকারি জিনিসপত্র। খবর পাওয়া মাত্রই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে মির্জাপুর গ্রামের অসহায় ওই পরিবারের কাছে ছুটে যান বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সদস্যরা। অসহায় ওই পরিবারের হাতে তাঁরা নগদ অর্থ ছাড়াও বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন। মহতী এই কর্মকাণ্ডে বেলডাঙা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মোতাহার হোসেন বিশ্বাস, বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সম্পাদক হাজিকুল আলম এবং আইমার ওই ইউনিটের একনিষ্ঠ কর্মী আয়েস নবি শেখ প্রমুখ। আইমার কাছ থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য পেয়ে যার পর নাই খুশি অসহায় ওই পরিবারের মানুষজন। তাঁরা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি। পাশাপাশি বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সদস্যদের পাশে দাঁড়ানোর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

হাওড়া-হুগলির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইদের শুভেচ্ছা ব্যানার লাগালেন আইমা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার আইমার পক্ষ থেকে ইদের শুভেচ্ছা ব্যানার লাগানো হল হাওড়া জেলার আমতা, বাগনান, মুন্সিরহাট সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। পাশাপাশি হুগলি জেলার ফুরফুরা শরিফের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও এই শুভেচ্ছা ব্যানার লাগালেন আইমার সৈনিকরা। ইদের খুশিকে জন সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সদা সচেষ্ট অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকরা। সেইসঙ্গে আইমার নীতি-আদর্শকে যাতে মানুষ বুঝতে পারেন, তার জন্যও সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন আইমার সদস্যরা। পাশাপাশি সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের দোয়ার বরকতে এবং সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশিত পথে মানুষের সেবার জন্য সর্বদা এগিয়ে চলেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকরা। তাই মানুষকে সচেতন করা, শুভেচ্ছা জানানো, পাশে দাঁড়ানো সহ একাধিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন তাঁরা। ফলে খুশির ইদের শুভেচ্ছা ব্যানার লাগিয়ে মানুষের মাঝে আইমাকে জাগিয়ে রাখার

পূর্ব জগন্নাথপুর আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে ওই গ্রামের সকল গ্রামবাসী এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানানো হল।

রাত জেগে ইদের শুভেচ্ছা ব্যানার টাঙালেন আইমার সৈনিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইদ-উল-ফিতরের আগে সাজো সাজো রব পড়ে যায় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অন্দরে। ইদের খুশিকে সবার সঙ্গে ভাগ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন আইমার সৈনিকরা। তার জন্য একটা মাস ধরে অপেক্ষা করে থাকেন তাঁরা। চলে প্রস্তুতি। ছোটোবেলা থেকেই আমরা দেখতাম, ইদের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই বড়োরা ইদের প্রস্তুতি হিসাবে রঙবেরঙের নিশান তৈরি করে, ফুল দিয়ে ইদগাহকে সাজিয়ে তোলেন। রাতভর চলে এই কাজ। সেই একই উন্মাদনা আইমার কর্মীদের মধ্যেও দেখা যায় ইদ আসলে। সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের শুভেচ্ছা সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন বা পোস্টার টাঙানোর জন্য রাত জেগে কাজ করেন আইমার সৈনিকরা। সম্প্রতি তারই একঝলক নমুনা দেখা গেল। আইমার পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা ব্যানার লাগানোর কাজে ব্যস্ত আইমার সৈনিকদের এই ছবি দেখে মনে পড়ে যায় ছোটোবেলার হাজারো স্মৃতি। আইমার কর্মীরা সেই স্মৃতিকে নতুন করে উসকে দিয়ে আবেগপ্রবণ জনতাকে নস্টালজিক করে তুললেন, এ কথা হলফ করে বলাই যায়। ফলে তাঁদের রাত জাগা যে সফল হল তা আর না বলে দিলেও চলে।

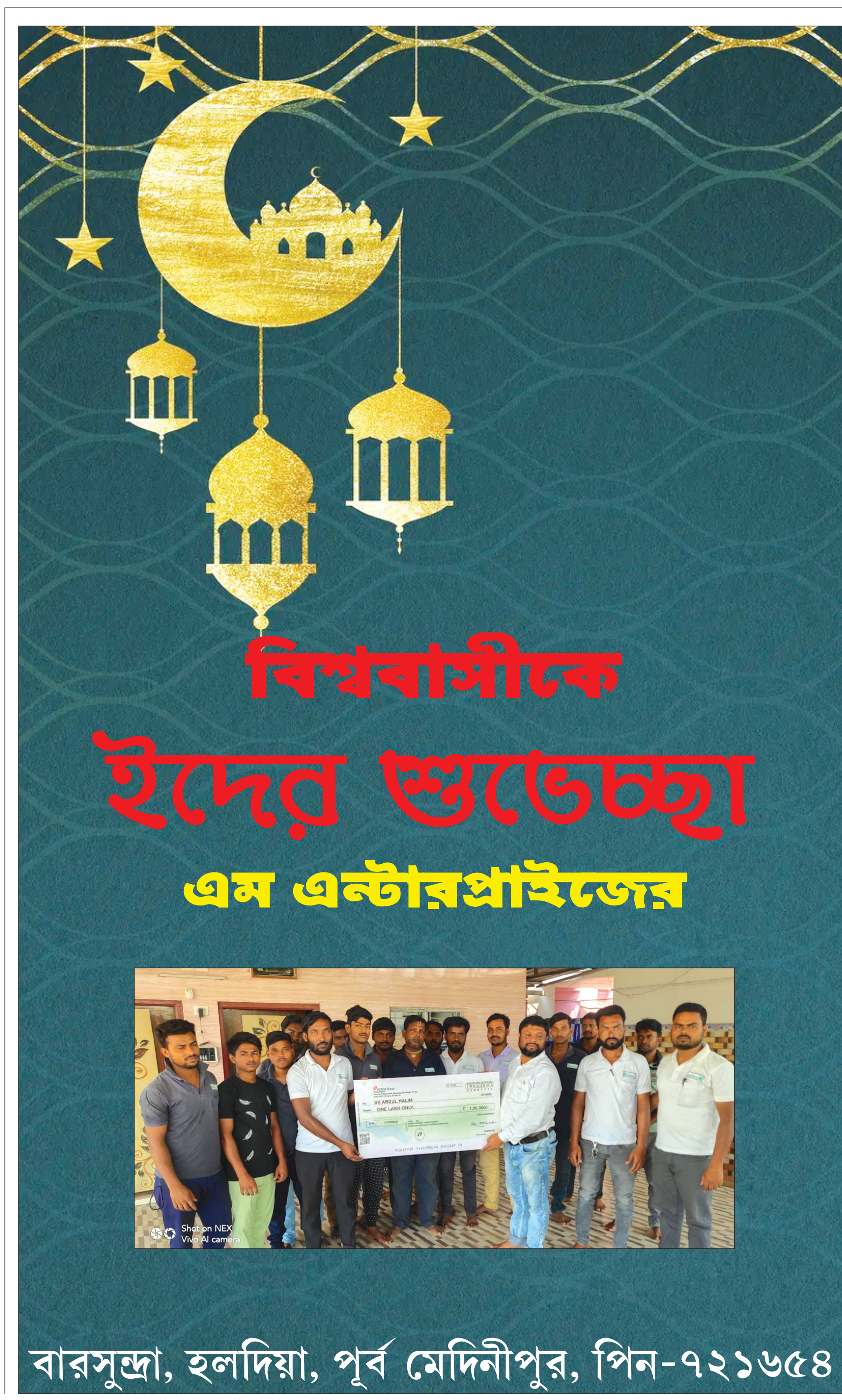

কী করবেন

- রোদে বেরোতে হলে ছাতা ব্যবহার করুন। অথবা মাথা ও কাঁধে ভিজে গামছা/ তোয়ালে/ কাপড়/ টুপি দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- পাতলা, ঢিলে, সুতির হালকা রঙের জামাকাপড় পরুন।
- সর্বদা জল সঙ্গে রাখুন। তৃষ্ণা না পেলেও মাঝে মাঝে জল পান করুন।
- বাড়িতে তৈরি শরবত, লেবুজল, ফল– যেমন তরমুজ, শসা ইত্যাদি খান।
- অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/ স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কী করবেন না

- চড়া রোদে বাইরে না বেরোনোর চেষ্টা করুন। যদি বেরোতেই হয় তাহলে বেশিক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকবেন না।
- দিনের বেলা চড়া রোদে বেশি পরিশ্রমের কাজ না করাই ভাল।
- এই সময় অতিরিক্ত চা, কফি, বোতলের ঠান্ডা পানীয় বা মদ্য পান করবেন না।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি তাঁকে শীতল ছায়া জায়গায় নিয়ে যান।
- জল/ ওআরএস জলে গুলে দিন। সারা দেহে এবং মাথায় জল ঢালুন। ভেজা শরীরে জোরে জোরে বাতাস দিন।
- যদি রোগী অচেতন থাকে তাহলে তাঁকে পাশ ফেরানো অবস্থায় তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৯ রমজান ১৪৪৪ হিজরি ○ ২১ এপ্রিল ২০২৩ ○ ৭ বৈশাখ ১৪৩০ ○ শুক্রবার

মুসলিমদের প্রতি চিন ও আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি

ঘটনা ১— চিনের শিনজিয়াং প্রদেশে পবিত্র রমজান মাসে উইঘুর মুসলিমদের জোর করে রোজা ভাঙতে বাধ্য করছে চিনা প্রশাসন। রোজা রাখলেই তাদের ওপর চলছে অমানবিক নির্যাতন। উইঘুররা যাতে রোজা না রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে গুপ্তচর ব্যবহার করছে চিনের পুলিশ।

ঘটনা ২— পবিত্র রমজান মাস থেকে প্রতিদিনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে আজান দেওয়া যাবে লাউডস্পিকারেই। এমন ঐতিহাসিক ঘোষণায় সিলমোহর দিল আমেরিকার মিনেপলিস সিটি কাউন্সিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হল।

ওপরের এই ঘটনা দুটো থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তত্ত্বগত দিক থেকে দেখতে গেলে চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; দুটো দেশই সাম্রাজ্যবাদী। অন্যের দেশে অনুপ্রবেশ করে কীভাবে সেই দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে দুটো দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। তবে তত্ত্বগত এই মিলের পাশাপাশি অনেক অমিলও রয়েছে দেশ দুটির মধ্যে।

চিনে উইঘুর মুসলিমদের ওপর ভয়ানক অত্যাচারের ঘটনা নতুন কিছু নয়। সেখানে উইঘুর মুসলিমদের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ওপর দমনপীড়ন চালানোর জন্য বিশেষ বাহিনী রয়েছে শি জিনপিং-এর সরকারের। উইঘুরদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা থেকে শুরু করে তাঁদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানো, অল্প খাবার খেতে দেওয়া, পুরুষদের নির্বীজকরণ, মহিলাদের ধর্ষণ-সহ মানবেতর জীবনযাপনের যতরকম পন্থা রয়েছে, সবই তাঁদের দিয়ে করানো হয়। এই নৃশংস ও ভয়ঙ্কর অত্যাচারের দৃশ্য সচরাচর বহির্বিশ্বে আসে না। কারণ, সেখানেও গ্যাঁড়াকল করে রেখেছে জিনপিং প্রশাসন। তবে সেই ভয়াবহতার যেটুকু ছবি দেখতে পাওয়া যায় তাতেই শিউরে উঠতে হয়।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ বহু। বিশেষ করে অন্যের দেশে গিয়ে কারণে-অকারণে নাক গলানোর বহু বদভ্যাস আছে তাদের। কিন্তু নিজেদের দেশে মানবাধিকারের প্রশ্নে চিনের থেকে অনেক এগিয়ে আমেরিকা। অন্তত চিনের উইঘুরদের মতো দুর্দশা এখনও হয়নি মার্কিন মুসলিমদের। বরং সেখানে কথা বলার, প্রতিবাদ করার জায়গা আছে তাদের। এমনকী মার্কিন সেনেট বা বিভিন্ন শহরের মেয়র নির্বাচনে দ্বিধাহীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন সে দেশের মুসলিমরা। ফলে মিনেপলিস সিটি কাউন্সিল লাউডস্পিকারে আজান দেওয়ার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা তাদের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে বলে ভাবা যেতেই পারে।

২০১৭ সাল থেকে কোনও অজ্ঞাত কারণে উইঘুর মুসলিমদের রোজা রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল জিনপিং প্রশাসন। তখন থেকেই 'পুনর্শিক্ষা'র নামে উইঘুরদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষাকে একে একে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগে তারা। শুরু হয় উইঘুরদের ওপর অকল্পনীয় অত্যাচার। কিন্তু বিশ্বের কোনও মুসলিম রাষ্ট্র থেকে এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে তেমন কোনো জোরালো প্রতিবাদ হয়নি। ফলে যত দিন যাচ্ছে, উইঘুর মুসলিমদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে।

এদিকে আমেরিকার অনেক শহরে লাউডস্পিকারে আজান দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ধীরে ধীরে শিথিল হচ্ছে সেই নিয়ম। প্রথম মার্কিন শহর হিসাবে মিনেপলিসই সেই সত্যিকে প্রতিষ্ঠিত করল। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ওই শহরের এক আধিকারিক খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন; ''ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা মিনেপলিসের অন্যতম প্রধান আদর্শ। তাছাড়াও আমাদের দেশের সংবিধান তো রাতের বেলা ঘুমায় না।''

যাঁদের কথা ভেবে লাউস্পিকারে ভোরের বেলা আজান দেওয়া বন্ধ থাকত মিনেপলিসে সেইসব অমুসলিম জনগণ তো আপত্তি করেনইনি, উল্টে তাঁরা জানিয়েছেন এই আজান শুনতে তাঁদের ভালোই লাগে।

ভারতের মতো বহু ধর্মের একটা দেশে এখন ধর্ম নিয়ে যে রাজনীতি চলছে তাতে মিনেপলিসের মতো মার্কিন শহর উদাহরণ তৈরি করতে পারে। আদৌ কি ভারতের সংবিধানবেত্তারা মার্কিনীদের মতো সহিষ্ণুতার পাঠ নিতে পারবেন!

● ● ● ● ● ●

বিশ্বনবি সা.-র ইদ পালন

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ইদ। বছরে আসে দুবার। মহানবি হজরত মহম্মদ সা. এবং সাহাবারা তাঁদের জীবনে দেখিয়েছেন এই উৎসবের তাৎপর্য। কীভাবে তাঁরা ইদ পালন করতেন এবং কীভাবে ইদের দিন সময় কাটাতেন, সেদিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

নবিজি সা. দিনে বের হয়ে দুই রাকাত ইদের সালাত আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারি— ৯৮৯)

ইদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাকেও নবিজি সা. গুরুত্ব দিতেন। ইবনে উমর রা. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, ''তিনি ইদুল ফিতরের দিনে ইদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।'' (সুনান বায়হাকী—৫৯২০)

আলি রা. থেকে বর্ণিত— ''সুন্নাত হল ইদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।'' (সুনান আত-তিরমিযী— ৫৩৩)

উভয় পথের লোকদের সালাম দেওয়া ও ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য যে পথে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরে আসা।

হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, ''নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদের দিনে পথ বিপরীত করতেন।'' (সহিহ বুখারি— ৯৮৬)

ইদুল ফিতরের দিনে ইদের সালাত আদায়ের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা উত্তম। বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, ''নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদুল ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না।''

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— ''আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর বান্দার ওপর তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন।'' (সহীহ আলজামে— ১৮৮৭)

ইবনুল কায়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, ''নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ইদেই ইদগাহে যাওয়ার পূর্বে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন।'' (যাদুল মায়াদ)

আবদুল্লাহ বিন সায়েব রা. থেকে বর্ণিত— ''আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইদ উদযাপন করলাম। যখন তিনি ইদের সালাত শেষ করলেন, বললেন 'আমরা এখন খুতবা দেব। যার ভালো লাগে সে যেন বসে, আর যে চলে যেতে চায় সে যেতে পারে'।'' (সুনান আবু দাউদ— ১১৫৭)

ইদের সময় বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া ও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহু সা. বলেছেন, ''যে আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে।'' (সহিহ বুখারি— ৬১৩৮)

জীবন চলার পথে বিভিন্ন পর্যায়ে কারও কারও সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। ইদের সময় পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করা ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উত্তম সময়। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সা.বলেছেন, ''কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে তার ভাইকে তিনদিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। তাদের অবস্থা এমন যে দেখা সাক্ষাৎ হলে একজন অন্য জনকে এড়িয়ে চলে। এ দুজনের মাঝে ওই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে প্রথম সালাম দেয়।'' (সহিহ মুসলিম— ৬৬৯৭)

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন— ''রাসুলুল্লাহ সা. ইদের দিন আমার ঘরে আগমন করলেন, তখন আমার নিকট দুটি ছোট মেয়ে গান গাইছিল, বুআস যুদ্ধের বীরদের স্মরণে। তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। ইতোমধ্যে আবুবকর রা. ঘরে প্রবেশ করে এই বলে আমাকে ধমকাতে লাগলেন যে, নবিজির ঘরে শয়তানের বাঁশি? রাসুলুল্লাহ সা. তাঁর কথা শুনে বললেন, ''মেয়ে দুটিকে গাইতে দাও হে আবুবকর! প্রত্যেক জাতির ইদ আছে, আর এটি আমাদের ঈদের দিন।'' (সহিহ বুখারি— ৯৫২)

বিশ্বের নানা দেশে যেভাবে উদযাপিত হয় পবিত্র ইদুল ফিতর

সৌদি আরবে ইদুল ফিতর উদযাপিত হয় ভিন্নভাবে। ইদের দিন পুরুষেরা 'কান্দর' নামের সাদা পোশাক পরিধান করেন। মাথায় দন 'গাহফিহ' নামের টুপি। নারীরা এই দিনে 'থাউব' নামের বিশেষ পোশাক পরে থাকেন। ইদের দিন সৌদি মুসলিমরা বাজার থেকে বেশি পরিমাণে চাল কিনে আনেন। আর তা বাড়ির প্রবেশ দরজার বাইরে রেখে দেন। যাতে অসহায় ও অভাবগ্রস্ত মানুষ তা নিয়ে প্রয়োজন মেটাতে পারেন। এছাড়াও এই দিনটিতে গরিবদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। ইদ উপলক্ষে দেশটিতে তিনদিন সরকারি ছুটি থাকে। ইদের নামাজ শেষে বাড়িতে বিশেষ খাবার রান্না হয়।

ফাবিহা বিনতে হক

'ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ইদ!' কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই অমর সৃষ্টিই যেন দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ইদুল ফিতরের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে দ্বিগুণ করে। মাসব্যাপী রোজা রাখার পর ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ পবিত্র ইদুল ফিতর পালন করেন। তবে অঞ্চলভেদে, স্থানভেদে ইদ পালনেও আছে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা। চলুন জেনে নিই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কীভাবে উদযাপিত হয় ইদ।

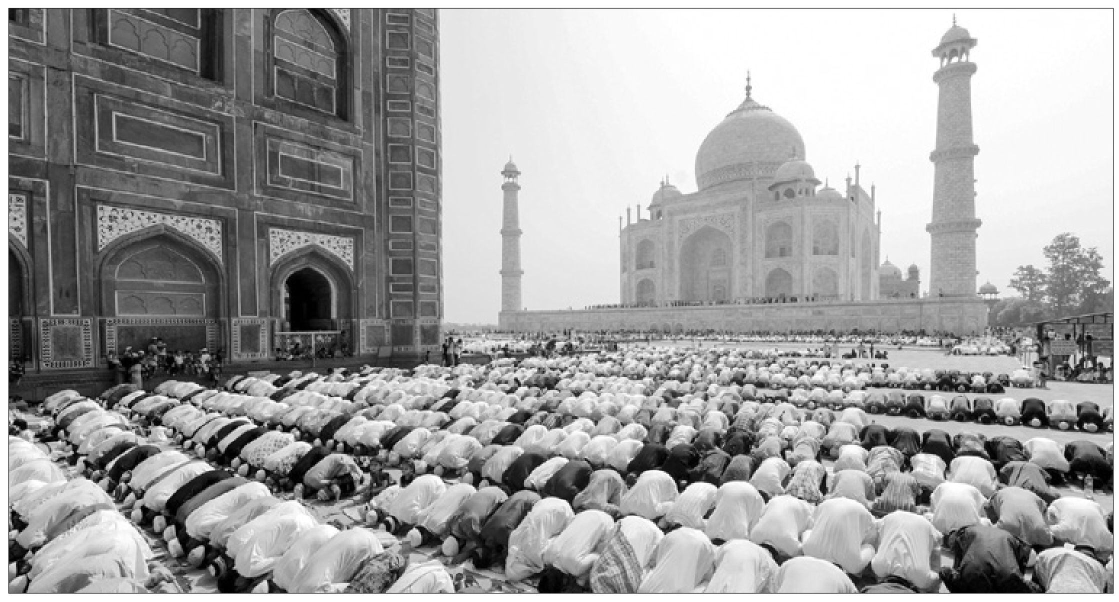

■ **বাংলাদেশ**

বাংলাদেশে ইদ উদযাপন হয় বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে। নতুন পোশাক পরে পুরুষেরা ইদগাহে নামাজ পড়তে যান, নামাজ শেষে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সবার সঙ্গে 'ইদ মুবারক' বলে কোলাকুলি করে থাকেন। মেয়েরা ইদের আগের রাতে হাত রাঙায় মেহেদির রঙে। বাড়িতে রান্না হয় মজাদার সব খাবার। নানা জাতের সিমাই, পায়েস, এছাড়া হালিম, চটপটি, ফুচকাও আজকাল ইদের খাবারে রাখা হচ্ছে। ভারী খাবার হিসেবে পোলাও, কোর্মা, মুরগির রোস্ট ও বিরিয়ানির প্রচলন আছে। বাড়ির বয়স্করা পরিবারের ছোট সদস্যের 'ইদি' বা 'সালামি' দিয়ে থাকেন। ঘরে ঘরে সবাইকে ইদের শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে ইদ হয়ে ওঠে পাড়া-প্রতিবেশীদের খবর নেওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

বাংলাদেশে একক পরিবারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও ইদের ছুটিগুলোতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইদ করার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য ইদের সময় রাস্তায় যানজট হয় অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।

■ **ভারত ও পাকিস্তান**

ভারত ও পাকিস্তানের ইদ উদযাপনের রীতি অনেকটা বাংলাদেশের মতোই। ভারতে ইদের দিন স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, সরকারি অফিস আদালত এমনকী কিছু কিছু দোকানপাট এবং রেস্টুরেন্টও বন্ধ থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে একদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। ইদগাহ ও বড় বড় জামে মসজিদগুলোতে ইদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। বড়দের সালাম দিয়ে ছোটরা পেয়ে থাকে ইদের সালামি। খাবারের মধ্যে থাকে মাংস, পোলাও, রুটি, পরোটার মতো মজাদার ও মুখরোচক সব খাবার।

অন্যদিকে পাকিস্তানে ইদের দিন সকালে পরিবারের সবাই এক হয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার, ঐতিহ্যবাহী শির-কোরমা দিয়ে নাশতা করে। টিভির পর্দায় সারাদিন ইদ ঘিরে থাকে নানা আয়োজন। অনেকে পার্ক, মনোরম স্থান ও সাগর তীরে ঘুরতে যায়।

■ **সৌদি আরব**

সৌদি আরবে ইদুল ফিতর উদযাপিত হয় ভিন্নভাবে। ইদের দিন পুরুষেরা 'কান্দর' নামের সাদা পোশাক পরিধান করেন। মাথায় দন 'গাহফিহ' নামের টুপি। নারীরা এই দিনে 'থাউব' নামের বিশেষ পোশাক পরে থাকেন। ইদের দিন সৌদি মুসলিমরা বাজার থেকে বেশি পরিমাণে চাল কিনে আনেন। আর তা বাড়ির প্রবেশ দরজার বাইরে রেখে দেন। যাতে অসহায় ও অভাবগ্রস্ত মানুষ তা নিয়ে প্রয়োজন মেটাতে পারেন। এছাড়াও এই দিনটিতে গরিবদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। ইদ উপলক্ষে দেশটিতে তিনদিন সরকারি ছুটি থাকে। ইদের নামাজ শেষে বাড়িতে বিশেষ খাবার রান্না হয়।

■ **তুরস্ক**

সাংস্কৃতিক প্রাচুর্য ও ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ তুরস্কে অত্যন্ত জমকালো উপায়ে ইদ উদযাপন হয়ে থাকে। ইদের দিনকে তুর্কীরা 'রামাদান বেরামি' বা রামাদান উৎসব ও 'সেকার বেরামি' বা মিষ্টির উৎসব বলে আখ্যায়িত করেন। শিশুরা ইদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। এ সময় তাদের 'টার্কিস ডিলাইট', 'বাকলাভা'-সহ অন্যান্য মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য 'শ্যাডো পাপেট শো'র ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া, ইদের নামাজ, কোলাকুলি, ইদ সালামি, কবর জিয়ারত তো আছেই। বড়দের ডান হাতে চুম্বনের মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

■ **ইন্দোনেশিয়া**

বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হল ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ায় ইদের দিনকে বলা হয় 'হারি রায়া ইদুল ফিতরি।' এই দিনটি 'লেবারান' হিসেবেও পরিচিত। ইদের দিনে ইন্দোনেশিয়ানরা বিগত বছরের কৃতকর্মের জন্য আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চান। ইদের এই বিশেষ দিনটিতে নারীরা পরেন 'কেবায়া কুরঙ্গ' আর পুরুষরা পরেন 'বাজু কোকো', যা সে দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। ইদের দিন বিশেষ খাবার হিসেবে তাঁরা কেতুপাত, দোদোল, লেমাং নামের বিভিন্ন খাবার রান্না করেন। ঘর সাজাতে তাঁরা 'পেলিটাস' বা প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকেন।

■ **মালয়েশিয়া**

ইদের দিন মালয়েশিয়ার মুসলমানরা সে দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী ওপেন হাউস পালন করেন। অর্থাৎ এই দিন যে কেউ কারও বাড়িতে অতিথি হয়ে আসতে পারেন। মুখরোচক বিভিন্ন ধরনের খাবার রান্না হয় ঘরে ঘরে। খাবার তালিকায় থাকে মাংসের তৈরি 'রেনডাং', কাবাব বা 'কেটুপাত', 'ডোডল' বা এক ধরনের মিষ্টি। এ ছাড়াও সে দেশের বিশেষ ঐতিহ্য বাঁশের মধ্যে রান্না করা ভাত, যা 'লেমাং' নামে পরিচিত। এ ছাড়া ইদের নামাজ, কুশল বিনিময়, সালামি দেওয়া, কবর জিয়ারত তো আছেই।

■ **মিশর**

ইদ উদযাপনে পিরামিডের দেশ মিশর যেন অন্যান্য দেশের চেয়ে একধাপ এগিয়ে। এখানে ইদ উদযাপন করা হয় টানা চারদিন। আর এই পুরো সময়টা জুড়ে মজাদার সব মাছের রান্না ইদ উৎসবকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত। নীলনদের দেশ মিশরের অন্যতম একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার হলো 'ফাতা' যা ভাত, মাংস, পেঁয়াজ, ভিনিগার সবকিছুর মিশ্রণে রান্না করা হয়। ফাতার পাশাপাশি 'কাহক' নামের আরেকটি দারুণ জনপ্রিয় কুকি বা বিস্কুট ছাড়াও মিশরীয়দের ইদ একেবারেই জমে না।

■ **আফগানিস্তান**

ইদের দিনে আফগানরা অতিথিদের খেতে দেন 'জালেবি' নামের এক বিশেষ খাবার। আর 'তখম জাঙ্গি' আফগানদের ইদ উদযাপনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 'তখম জাঙ্গি' হল পুরুষেরা ফাঁকা ময়দানে একত্রিত হয়ে একজন আরেকজনের দিক সিদ্ধ ডিম ছোড়েন। ছোটরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। এ সময় তারা বলতে থাকে, 'খালা ইদেত মোবারক।'

■ **ইরাক**

রমজান এবং ইদের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি উৎসবে ইরাকিরা খেজুরের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। 'ক্লাইচা' নামের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার ইরাকে খুব প্রচলিত, যা না থাকলে ইরাকিদের কোনও অনুষ্ঠানই পূর্ণতা পায় না। ক্লাইচা মূলত এক ধরনের কুকি যা বাদাম, খেজুর এবং গুলকন্দ দিয়ে বানানো হয়।

■ **রাশিয়া**

বিশ্বের সর্ববৃহৎ আয়তনের দেশ রাশিয়ায় ইদ উদযাপন হয় ভাবগাম্ভীর্য আর আড়ম্বরপূর্ণভাবে। ইদের দিন ইদগাহে বসে নামাজ শেষে দেশবাসী ও মুসলিম জাহানে শান্তির জন্য দোয়া-মোনাজাত করা হয়। প্রিয়জনদের সঙ্গে ইদ আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয় উপহার দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে। তাছাড়া একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়া, সময় কাটানো তো আছেই।

ইদের বিশেষ খাবার হিসেবে রাশিয়ায় গরুর মাংসের রয়েছে আলাদা কদর। এই দিনে তাঁরা 'মানতি' নামের একধরনের খাবার খান, যা মাখানো আটার ভেতর ভেড়া বা গরুর মাংসের কিমার পুর দিয়ে ভাপানো হয়। পরিবেশন করা হয় মাখন এবং সাওয়ার ক্রিম দিয়ে। এই খাবার সে দেশে খুবই জনপ্রিয়। এছাড়াও তাঁদের খাদ্যতালিকায় থাকে হরেক রকমের মিষ্টান্ন।

■ **সোমালিয়া**

সোমালিয়ানদের কাছে ইদ মানেই লোভনীয় সব মনোহর খাবার। সোমালিয়ার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি 'হালভো' খুবই জনপ্রিয় যা বানানো হয় তেল, চিনি, কর্নস্টার্চ এবং হরেকরকমের মসলা মিশিয়ে। সোমালিয়ানদের ইদের অনুষ্ঠানে হালভো থাকবেই থাকবে।

■ **চিন**

এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী এই দেশটির মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা জিনজিয়ান ও নিংজিয়া প্রদেশে ইদ উপলক্ষে তিন দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য প্রদেশেও সরকারি ছুটি থাকে একদিন করে। এই দিনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় সরকারিভাবে ভেড়ার মাংস সরবরাহ করা হয়। ইদের দিন তাঁরা জিয়াং নামের এক ধরনের বিশেষ খাবার খান, যা ভাজা আটা ও ময়দা দিয়ে তৈরি করা হয়। স্যুপ অথবা ভাত দিয়ে এটি খাওয়া হয়। এখানে ইদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদে। এমনকী দিনটির সম্মানার্থে রাস্তায় টোল পর্যন্ত আদায় করা হয় না। তাছাড়া সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় নিহতদের জন্য বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থাও করা হয় ইদের দিন।

প্রকৃতি

বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে দ্রুত গলছে হিমবাহ

ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পৃথিবী

আন্টার্কটিকার উষ্ণতা ফের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠছে। হিমবাহের গলনে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরাও। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলেও আগামী ৫০ বছরের মধ্যে বড়সড় বিপদের মুখে পড়ে যাবে পৃথিবী। সামুদ্রিক পরিবেশে আসবে বিরাট বদল।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানতে পেরেছেন, এমন দিন আসছে যখন উপকূলীয় স্রেতোর গতি মন্থর হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে জলস্রোত। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণী বিলুপ্ত হতে শুরু করবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন এমনভাবেই বেড়ে চলেছে তা ভয়ঙ্কর রূপ নিতে শুরু করেছে পৃথিবীতে। সম্প্রতি নেচার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এমন একটি প্রতিবেদন, যাতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে আগামী দিন ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাংঘাতিক প্রভাব পড়তে চলেছে বিশ্বের বুকে। আন্টার্কটিকা থেকে প্রায় ২৫০ ট্রিলিয়ন টন ঠান্ডা অক্সিজেন সমৃদ্ধ জলপ্রবাহে সমৃদ্ধ হয় মহাসাগরগুলি।

কিন্তু যে হারে হিমবাহ গলছে। তাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে জলের স্রোত। ফলে জল প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দিকে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। জলের স্রোত লক্ষ্যণীয় মাত্রায় কমেছে। আন্টার্কটিকার বরফ গলা জল যদি স্রোতস্বিনী না হয়, তাহলে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়তে পারে। জলের প্রবাহ যদি সাগর বা মহাসাগরে স্থবির হয়ে যায়, তাহলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর প্রভাব তীব্র আকার ধারণ করবে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠছে আন্টার্কটিকার উত্তরাংশ। এই অংশে এতটাই দ্রুত হিমবাহ গলছে যা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি।

কিন্তু কেন এমন ঘটনা ঘটছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যাওয়াতেই এই সংকট বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। যে হারে বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে, তার প্রভাব সরাসরি পড়ছে আন্টার্কটিকায়। আন্টার্কটিকার বরফের পাহাড়ে ধল নামছে। তা সমুদ্রের জলের গতিকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। তারি হচ্ছে তীব্র সঙ্কট। আন্টার্কটিকার হিমবাহ গলে সমুদ্রে হিমশৈলের আকার নিচ্ছে। এই হিমশৈল সাউথ জর্জিয়া দ্বীপের কাছে চলে এসেছে ভাসতে ভাসতে। এখন দানবাকার হিমশৈল যদি জর্জিয়া দ্বীপে আঘাত করে, পরিবেশ বিজ্ঞানী ও সমুদ্র বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে দ্বীপটি।

যদি ধাক্কা লাগে তাহলে সলিল মসাধি হবে দ্বীপের। সেক্ষেত্রে বহু প্রাণীকূলও বিপদের মুখে পড়বে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন, জর্জিয়ার যে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, একটা সময় গোটা বিশ্বে সেই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে আর ১.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লে রক্ষে নেই!

জানা-অজানা

ভারতের শেষ রেলস্টেশন রয়েছে এই বাংলাতেই

ভারতের শেষ রেলস্টেশন রয়েছে পশ্চিমবঙ্গেই। উত্তরবঙ্গের সেই রেলস্টেশন আবার বহু মনীষীর স্মৃতিবিজড়িত। কিন্তু তা আজও হেরিটেজ হয়ে ওঠেনি। হেরিটেজ রেল স্টেশন করার উদ্যোগ যে নেওয়া হয়নি তা নয়, কিন্তু সেই উদ্যোগ আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

জানেন কোথায়?

কোথায় ভারতের সেই শেষ রেলস্টেশন জানেন কি? অনেকেই জানেন আবার অনেকেই জানেন না। সেই রেলস্টেশনে দিয়ে এখন আর যাত্রীবাহী ট্রেনও যায় না। কেবল পণ্যবাহী কয়েকটি ট্রেন যাতায়াত করে। কিন্তু এই রেলস্টেশনকে হেরিটেজ করে পর্যটন ক্ষেত্র করে গড়ে তোলা যেত, কিন্ত সেই উদ্যোগ বিশ বাঁও জলে। ভারতের শেষ এই রেলস্টেশনের নাম হল সিঙ্গাবাদ। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় অবস্থিত এই রেল স্টেশন। এটি এমন একটি রেলস্টেশন, য়ার উপর দিয়ে ট্রেনে করে ঢাকায় গিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী-সহ বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি।

বাংলায় তৃণমূল সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেশনটিকে হেরিটেজ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই উদ্যোগ আজও বাস্তবায়িত হয়নি। রেল দফতরে প্রস্তাব পাঠালেও তা মান্যতা পায়নি আজও। দেশের শেষ রেল স্টেশন হিসেবে গণ্যে হলেও বর্তমানে যাত্রী চলাচলও হয় না স্টেশনে।

কোনো যাত্রীবাহী ট্রেন নয়, শুধু মালগাড়ি চলে এই রেলস্টেশনের উপর দিয়ে। বাংলাদশের সীমান্তবর্তী এই স্টেশন। এই স্টেশনের পরেই শুরু হয়েছে বাংলাদেশ। এটি প্রাচীনতম রেল স্টেশনের মধ্যে একটি। এই স্টেশনের যাবতীয় ব্রিটিশ আমলের তৈরি। স্বাধীনতার পরবর্তী তেমন কোনও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এখানে।

রেল সূত্রে জানা যায়, আগে পুরাতন মালদহ কোর্ট স্টেশন থেকে সিঙ্গাবাদ পর্যন্ত একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলত। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ সেই যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়। কারণ হিসেবে জানানো হয় জানানো হয় যাত্রী অপ্রতুলতা। অর্থাৎ যাত্রী না হওয়ার কারণেই বন্ধ ট্রেন চলাচল। ভারতের এই সিঙ্গাবাদ রেলস্টেশনটি মালদহের হবিবপুরে অবস্থিত। এপার বাংলায় মালদহ জেলার এই স্টেশন আর ওপার বাংলায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। এই সিঙ্গাবাদ রেলস্টেশনে এখনও জ্বলজ্বল করছে ভারতের শেষ স্টেশন। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থা। কিন্তু হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষজন চাইছেন ফের শুরু হোক পরিষেবা, হেরিটেজ হোক সিঙ্গাবাদ।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের পর এখানে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তবে চলে শুধু মালগাড়ি। এই স্টেশন হয়েই বাংলাদেশ থেকে নেপালে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ হয়। পণ্যবাহী ট্রেন রোহনপুর, সিঙ্গাবাদ ট্রানজিট পয়েন্ট হয়ে যায়। এখন দেখার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব মেনে এই স্টেশন হেরিটেজ স্বীকৃতি পায় কি না, যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হয় কি না।

বাঘের পেটে দুই গ্রামবাসী

২৫ গ্রামে জারি কারফিউ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নৈনিতাল এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষ খেকো বাঘের হানায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই গ্রামবাসী। তার মধ্যে পাঁচাত্তর বয়সী এক প্রৌঢ় রয়েছেন। আর তারপরেই আশেপাশের গ্রামজুড়ে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। পরিস্থিতি সামলাতে তড়িঘড়ি কারফিউ জারি করা হল দুই ডজনের বেশি গ্রামে। মানুষ খেকো বাঘের হাত থেকে বাঁচতে গ্রামের সাধারণ মানুষকে ঘরবন্দি থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের পৌড়িতে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল সিমলি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ডাল্লা গ্রামের একটি গমের খেত থেকে উদ্ধার করা হয় বীরেন্দ্র সিং (৭২) নামে এক বৃদ্ধার ক্ষতবিক্ষত দেহ। বাঘের থাবা ও কামড়ের স্পষ্ট চিহ্ন মিলেছিল। ওই ঘটনার পরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। সন্ধের পর ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেন তারা। বন বিভাগের পক্ষ থেকে বাঘের হানায় নিহত গ্রামবাসীর পরিবারকে চার লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে গতকাল রবিবার সিমলি গ্রামের বাসিন্দা ৭৫ বছর বয়সী রণবীর সিংহের দেহ উদ্ধার হয়। বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। বাঘের কামড়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এক সপ্তাহের মধ্যে দুজনের মৃত্যুর পরে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে পৌড়ির জেলাশাসক আশিস চৌহান ডাল্লা, সিমলি-সহ ২৫টি গ্রামে কারফিউ জারি করেন। সন্ধে সাতটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত ওই কারফিউ জারি থাকবে বলে জানানো হয়।

‘অষ্টম’-আশ্চর্য। *তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে ছাতা মাথায় পর্যটকদের ভিড় তাজমহল দর্শনে।*

শাহের সভায় হিটস্ট্রোক, মৃত ১১

নবি মুম্বই: প্রবল গরম ও ঠা-ঠা রোদে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকেই। সতর্ক থাকতে নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ, রবিবার বিজেপি জোটশাসিত মহারাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানেই মানা হ’ল না কোনো নিয়মবিধি! দুপুর রোদে, খোলা মাঠে ভিড় জমালেন লাখ লাখ মানুষ। হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন অন্তত ৬০০ জন! প্রাণ গেল ১১ জনের। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেকে, ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা থাকছেই।

রায়গড়ের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর যোগেশ মাহসে জানান, রবিবার দুপুরে খারঘরে ‘মহারাষ্ট্র ভূষণ অ্যাওয়ার্ড’-এর আয়োজন করা হয়েছিল। ভিআইপি, মিডিয়ার হাজার খানেক মানুষের জন্য দু’টো তাঁবুর ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ মানুষের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল খোলা আকাশের নীচে। প্রায় ৪০ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই তাপমাত্রা, সঙ্গে ঠা-ঠা রোদ। তার মধ্যেই প্রায় ছ’ঘণ্টা ধরে চলে অনুষ্ঠান।

দর্শকাসনে বসেই অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বলে খবর। ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতায় অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে রবিবার রাতে মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেন। নবি মুম্বইয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের দেখেও আসেন তিনি। ‘মহারাষ্ট্র ভূষণ অ্যাওয়ার্ড’-এ প্রধান অতিথি ছিলেন অমিত শাহ।

মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশও হাজির ছিলেন। সভায় উপস্থিত মানুষজনের দাবি, ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক ছিল না। এদিকে, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক, গুজরাট মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ সমবেত হওয়ার কথা ছিল। কতজন এসেছিলেন, সেই সংখ্যাটা অবশ্য সঠিক ভাবে জানা যায়নি।

এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, ‘‘৬০০ জনেরও বেশি হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। হাসপাতাল এবং পোস্টমর্টেম রুমে আমরা জোরদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি।’’ খারঘরের এক বাসিন্দার কথায়, ‘‘এত মানুষ আসার কথা, অথচ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। অনেকে তো দু’দিন আগেই চলে এসেছিলেন। এই গরমে খোলা মাঠে, পর্যাপ্ত জলও নেই, তাতে অসুস্থ হওয়াই স্বাভাবিক।’’ এই মানুষগুলোর মৃত্যুর দায় সরকারের বলে সরব হয়েছেন সমাজকর্মী রাজীব মিশ্র।

এদিকে, মৃতদের পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে। অসুস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিষয়টি নিয়ে অযথা রাজনীতি চান না তিনি, বরং এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার মুহূর্তে মানুষের পাশে থাকতে চান।

কিন্তু এই গরমে যেখানে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরোতে বারণ করা হচ্ছে, সেখানে কোন যুক্তিতে খোলা মাঠে সভার আয়োজন করল সরকার? প্রশ্ন উঠছেই।

কংগ্রেসে যোগ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ফিরতেই ‘কান্না’ স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেসের যোগদানের পর সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছিলেন কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টর। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে আবেগ সামলাতে পারলেন না স্ত্রী শিল্পাদেবী। স্বামী বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে ফেরার পর আবেগতাড়িত হয়ে কেঁদে ফেললেন তিনি। চোখের জল বাধ মানাতে পারলেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী।

কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট না পেয়ে দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি বিজেপি ছেড়ে যোগদান করেন কংগ্রেস। কংগ্রেসে যোগদানের পর তিনি হাবলিতে নিজের বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আবেগতাড়িত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী শিল্পা শেট্টার।

স্বামীকে অভ্যর্থনা দিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীর অপেক্ষায় ছিলেন তিনি কখন আসেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টর বাড়ির সামনে নামতেই তাঁকে দেখে আর আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। স্ত্রীর কান্না সামলাকতে দেখা যায় প্রাক্তন মন্ত্রীকে। তখন তিনি নিজেও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

এরপর নিজেকে সামলে শিল্পাদেবী বলেন,

কর্ণাটক

‘‘আমার স্বামী একজন অদম্য নেতা। আমি তাঁকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি যে কেউ আমার স্বামীকে হারাতে পারবে না। আমার স্বামী যখন বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, তখন বিজেপির পায়ের তলায় মাটি ছিল না কর্নাটকে।

তাঁর কথায়, কর্নাটকে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন আমার স্বামী। বিজেপিকে শক্তি ভিতের উপর তিনি স্থাপন করেছিলেন। কর্নাটকে বিজেপি তৈরি করেছিলেন যিনি, তাঁকে দল ছাড়তে বাধ্য করেছে বর্তমান নেতৃত্ব। তিনি গর্জে ওঠেন বিজেপির বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

শিল্পাদেবী তাঁর স্বামীর বিজেপি ছাড়ার বিষয়টিকে কিছু লোকের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা স্বামী মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাননি, মন্ত্রীর পদও চাননি। কিন্তু তিনি সম্মানজনক বিদায় চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটুকুও দেয়নি বিজেপি। প্রয়োজন ফুরাতেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। শিল্পা শেট্টর প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভূমিকা নিয়েও। তাঁরা এই বিষয়টি সব খেয়াল করেননি বলে হাইকমান্ডের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিল্পাদেবী। তাঁর স্বামী আত্মসম্মান বাঁচাতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে জানান।

শিল্পা বলেন, গোটা রাজ্য জানে জগদীশ শেট্টরের বিজেপি ত্যাগের জন্য কে দায়ী। তবুও তাদের নাম নেওয়া হবে না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর স্বামী আসন্ন নির্বাচনেও হুবলিতে তাঁর জয়ের ধারা অব্যাহত রাখবেন। দলের সবাইকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

দেশজুড়ে ঘৃণা ও হিংসা ছড়াচ্ছে বিজেপি-আরএসএস: রাহুল গান্ধী

বেঙ্গালুরু: ফের বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন রাহুল গান্ধী। সোমবার কর্নাটকের বিদরের ভালকিতে দলের নির্বাচনী সভায় বিজেপি ও আরএসএসকে নিশানা করে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ‘‘বিজেপি ও আরএসএস লাগাতার গণতন্ত্রের ওপরে হামলা চালিয়ে চলেছে। দেশজুড়ে ঘৃণা আর হিংসা ছড়াচ্ছে।’’ ভোটের পর যাতে ইডি-সিবিআইকে ব্যবহার করে কংগ্রেস বিধায়ক ভাঙিয়ে নিয়ে বিজেপি সরকার গড়তে না পারে তার জন্য অন্তত দেড়শো আসনে দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করারও আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

আগামী ১০ মে কর্নাটকে বিধানসভার ভোট। ইতিমধ্যেই ভোট

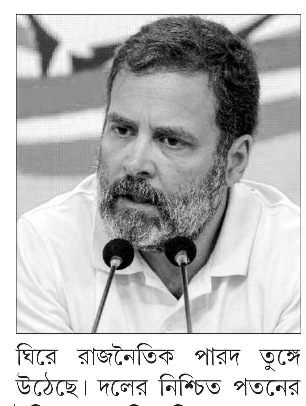

ঘিরে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে উঠেছে। দলের নিশ্চিত পতনের ইঙ্গিত পেয়ে বিজেপি ছাড়তে শুরু করেছেন একের পর এক নেতা-বিধায়ক। ইতিমধ্যেই বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে শামিল হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টার ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সাবদি। এছাড়া বেশ কয়েকজন বিধায়কও পদ্ম শিবির ছেড়ে হাত শিবিরে যোগ দিয়েছেন। রবিবার থেকেই কর্নাটকে নির্বাচনী সভা শুরু করেছেন রাহুল গান্ধী।

এদিন ভালকিতে দলের নির্বাচনী সভায় বিজেপি ও আরএসএসকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘দেশের গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। আরএসএস ও বিজেপির নেতারা গণতন্ত্রকে আক্রমণ করে চলেছেন। দেশজুড়ে ঘটনা আর হিংসা ছড়াচ্ছে। গরিবদের টাকা কেড়ে নিয়ে দুই-তিনজন ধনীকে দিচ্ছে।’ রাজ্যে এবার কংগ্রেস সরকার গঠন করবে বলে আশাবাদী রাহুল। তাঁর কথায়, ‘‘রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পরে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে।’’

নন্দীগ্রাম রেল প্রকল্পের কাজ শুরু শীঘ্রই মমতার স্বপ্নকে আলোর মুখ দেখাবেন শুভেন্দু!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১১-র রাজনৈতিক পালাবদল থেকে শুরু করে ২০২১-র বিধানসভা নির্বাচন, বাংলার রাজনীতিতে বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম। চলতি মাস থেকে নন্দীগ্রাম থেকে দেশপ্রাণ (বাজকুল) পর্যন্ত রেললাইনের কাজ শুরু হতে চলেছে। এই কাজে শুরু করার জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছে রেলবোর্ড। বাংলা নতুন বছরে এই খবর নিঃসন্দেহে নন্দীগ্রামবাসীর কাছে বড় পাওনা বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১০ সালে ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই নতুন রেললাইনের কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালে মমতা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই রেললাইন নিয়ে স্বপ্ন দেখে ছিল নন্দীগ্রামবাসী। কিন্তু রেল বাজেটে তাঁর বরাদ্দ মেলেনি। তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী একাধিকবার এই রেল প্রকল্পের কাজ নিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এমনকী নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই রেলপ্রকল্প নিয়ে একাধিকবার রেলমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছেন। সেই কাজ শুরু হওয়ার কথা জেনে খুশি নন্দীগ্রামের বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন

করবেন।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রেললাইনের কাজের জন্যে এর আগে নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এমনকী লাইনের কাজে আর কত জমি প্রয়োজন, সেই নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কথা বলার কথাও ছিল রেলের। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রামে মোট ১৮.৫ কিলোমিটার রেলপথ তৈরি করা হবে। রেলমন্ত্রকের অনুমতি পেয়ে যাওয়ার কারণে অর্থ পেতে কোনও সমস্যা হবে না বলে জানা গিয়েছে।

কাজ শুরু হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। কার উদ্যোগ ও কৃতিত্বে নন্দীগ্রামের এই রেল প্রকল্প শুরু হল, সেই নিয়ে দড়ি টানাটানি করতে শুরু করেছে তৃণমূল ও বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারীর ভাই তথা তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘নন্দীগ্রাম থেকে দেশপ্রাণ অবধি খুব শীঘ্রই শুরু হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজকে অনুমোদন দিয়েছে। রেলমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছিলাম, সেই আবেদন গৃহীত হয়েছে। এতে আমি খুবই খুশি।’’

অন্যদিকে তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান বলেন, ‘‘নন্দীগ্রামের মানুষ উন্নয়নের কাজ সমর্থন করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন আগে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সাংসদকে তো এলাকায় দেখা যায় না। আগে এখানে রেললাইনের কাজ শুরু হোক, তারপর এই নিয়ে কথা বলব।’’

তীব্র গরমে জলকষ্ট ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি: জলের অপর নাম জীবন। আর সেই পানীয় জল পেতেই এখন হাহাকার করতে হচ্ছে গঙ্গাসাগরের রাম করকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামন্ত পাড়া-সহ বেশ কয়েকটি পাড়ার বাসিন্দাদের। প্রচণ্ড দাবদাহে পুড়ছে গোটা দক্ষিণবঙ্গ। তাপমাত্রার পারদ ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর তার মধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র জলকষ্ট।

কোনও কোনও জায়গায় জলস্তর নেমে যাওয়ার ফলে মিলছে না পানীয় জল। আবার কোনও কোনও জায়গায় দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে পানীয় জলের কল। বারে বারে প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা মেলেনি। এমনই ছবি ধরা পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের রামকড়চর গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই ২৬টি বুথের মধ্যে খাসরামকর ৬৪ নম্বর ৬৫ নম্বর ও ৬৬ নম্বর বুথে প্রায় কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। তাদের দাবি দীর্ঘ দেড় থেকে দু’বছর পানীয় জলের কল বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যকে জানালে তিনি শুধু আশ্বাস দেন, কাজ আর হয় না।

যে কারণেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার মানুষজন। এক গ্রামবাসী জানান, ‘‘আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পানীয় জল না মিললে আমরা ভোট বয়কটের দিকে যাব। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেই পানীয় জলের সমস্যায় গ্রামবাসীদের এক থেকে দুই কিলোমিটার দূরে জল আনতে যেতে হচ্ছে। মাথায় করে কেউ বা সাইকেলে করে কেউ বা অগত্যা পুকুরের নোংরা জলই পান করছেন। যার জেরেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে এলাকার শিশুরা।’’

ভোট আসে, ভোট যায় কিন্তু পরিবর্তন হয় না এই নিম্নবিত্ত মানুষদের দাবিগুলি। তবে এই বিষয় নিয়ে রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য প্রতিনিধি তপনকুমার দেবনাথ জানান, ‘‘এই কলগুলি এর আগে দুবার করে সারানো হলেও আবার খারাপ হয়েছে। আমরা জেলা পরিষদকে জানিয়েছি। এক সপ্তাহের

গঙ্গাসাগর

মধ্যেই তৈরি হবে নতুন কল।’’ অন্যদিকে আবার এই বিষয় নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। ডিওয়াইএফআই সাগর আঞ্চলিক কমিটির সদস্য অশোককুমার দাস জানান, ‘‘শুধুমাত্র এই চিত্রটা রামকরচড় নয়, বেশিরভাগ জায়গাতেই সাধারণ মানুষ পানীয় জলটুকুও পাচ্ছেন না।’’

অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে কটাক্ষ করে জানানো হয়েছে, জলের অপর নাম জীবন, আর সেই জলই

এখন সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন না। এতবে এই এলাকার মানুষের জলকষ্ট কবে দূর হবে, কবে মিলবে পানীয় জল, সেই আশাতেই দিন গুনছেন সামন্ত পাড়া-সহ বেশ কিছু এলাকার মানুষ।

গরমে পুড়ছে বাংলা সবজির দামে আগুন মধ্যবিত্তের পকেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দাবদাহের প্রভাব গরমের সবজির দামে। তাপমাত্রার পাশাপাশি সবজিতে হাত দিলেও পুড়ে যাচ্ছে হাত। শুধু থার্মোমিটারে নয়। গরমের ছ্যাঁকা বাজারদরেও। একটানা প্রায় ১৭ দিন এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে। বিশেষত সবজি উৎপাদক জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর দাবদাহে পুড়ছে। আর তার জেরেই কার্যত আগুন বাজারে।

কলকাতার বাজারে আজ সবজির গড় দামে দেখলে সেখানে দেখা গিয়েছে ঝিঙে ৮০ টাকা, করলা ৬০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, লাউ ৬০ টাকা, পটল ৬০, ঢ্যাঁড়শ ৫০ টাকা, কাঁচালঙ্কা ৮০ থেকে ১০০ টাকা, সজনে ডাঁটা ১০০ টাকা এবং কাঁচা পেপে ৮০ টাকা। অন্যদিকে গত বছরের পয়লা বৈশাখের আগে পরে এই দামগুলি ছিল বর্তমানের তুলনায় বেশ কিছুটা কম। সেই সময় ঝিঙের দাম ছিল ৫০ টাকা, করলা ৩০ টাকা, শসা ৪০ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, পটল ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়শ ৩০ টাকা, কাঁচালঙ্কা ৬০ থেকে ৮০ টাকা, সজনে ডাঁটা ৬০ থেকে ৮০ টাকা এবং কাঁচা পেপে ৪০ থেকে ৫০ টাকা। অর্থাৎ গড়ে প্রতি সবজির দাম এবার প্রায় ২০ টাকা করে বেশি।

ক্রেতারা অবশ্য গরম উপলক্ষে দাম বাড়ানোর তত্ত্বকে কুযুক্তি বলেই মনে করছেন। পাশাপাশি তারা স্বীকার করছেন, এপ্রিল মাসেই এইরকম গরম তারা আগে দেখেননি। গরমের সবজি মূলত ওঠে এপ্রিল মাসেই। সেই মজুত সবজি মে ও জুন মাসে বাজারে আসে এবং বাঙালির পাতে পড়ে। এরপর জুলাইয়ে বর্ষা আসে। তখন ফের টাটকা জল পেয়ে নতুন সবজির ফলন হয়। এবার অকাল তাপপ্রবাহে গোড়া থেকেই সবজির অগ্নিমুল্য গোটা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মধ্যবিত্তকে।

ইসরোর বিশেষ প্রশিক্ষণে সুযোগ মেমারির মেধাবী ছাত্র অনুরাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছোটো বয়সে বাবা-মা তাঁদের ছেলেকে কোলে নিয়ে আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলতেন ওই দেখ চাঁদ মামা। খিলখিলিয়ে হেসে উঠত ছোট্ট ছেলেটা। সেই বাবা-মায়ের সৌজন্যেই তারা ও নক্ষত্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। ছোটো থেকে মহাকাশ যেন টানতে শুরু করে পূর্ব বর্ধমানের অনুরাগ মান্নাকে। বাড়তে থাকে মহাকাশ নিয়ে আগ্রহ। তখন থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানী হওয়ার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

মহাকাশ বিজ্ঞানী হওয়াল লক্ষ্যে এবার এককদম এগিয়ে গেল পূর্ব বর্ধমানের মেমারির মেধাবী ছাত্র অনুরাগ। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরোতে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার ডাক এসেছে অনুরাগের। স্বপ্নপুরণের পথে ছেলে এগিয়ে যাওয়ায় খুশি বাবা শ্যামল মান্না ও তার মা সাধনাদেবী। একইভাবে খুশি অনুরাগের স্কুলের শিক্ষকরাও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার জাড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত গ্রাম আটপাড়াতে অনুরাগদের পৈতৃক ভিটে। অনুরাগের বাবা শ্যামল মান্না পেশায় ব্যবসায়ী, মা সাধনাদেবী গৃহবধূ। ছোটোবেলাতেই ছেলেকে হুগলি জেলার দশঘরার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করেন তাঁর মা-বাবা। সেই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি অবধি পঠন-পাঠন শেষ করে।

ছোটোবেলা থেকে মেধাবী ছাত্র ছিল অনুরাগ। চতুর্থ শ্রেণির পর তাঁর বাবা তাঁকে ভর্তি করে মেমারির ক্রিস্টাল মডেল স্কুলে। অনুরাগ মান্না এখন এই স্কুলেরই দশম শ্রেণির ছাত্র। মেমারির রাধাপল্লিতে বাবা ও মায়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থেকেই অনুরাগ পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে এই কিশোর।

অনুরাগ এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার ডাক পেয়েছি। গোটা দেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছিল। শুধুমাত্র ৩৫০ জন এই সুযোগ পেয়েছে। এটা আমার জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি।’’ অনুরাগ জানিয়েছে, আগামী ১৪ মে সে ইসরোর সেন্টারে তাঁকে পৌঁছতে হবে। সেখানকার শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে ২৭ মে পর্যন্ত তাঁদের প্রশিক্ষণ চলবে।

অনুরাগের বাবা শ্যামল বাবু ও মা সাধনাদেবী ছেলের এই সাফল্যে নিঃসন্দেহে গর্বিত। তাঁরা বলেন, ‘‘ছোটোবেলা থেকেই মহাকাশের চাঁদ, তারা, সূর্য, নক্ষত্র এইসব কিছু ভাবাত অনুরাগকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মহাকাশ নিয়ে জানার আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে। মহাকাশ বিজ্ঞানী

অনুরাগের বাবা বলেন, ‘‘ইসরোর প্রশিক্ষণ শিবিরে সুযোগ পাওয়ার জন্য অনুরাগকে অনলাইনে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। ১০ এপ্রিল সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, এরপরেই অনুরাগ প্রশিক্ষণ শিবিরে সুযোগ পাবার জন্য বিবেচিত হয়।’’

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- **মনিরুল করিম** (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

বিশ্বনবি সা. নির্দেশিত পবিত্র রমজান মাসের দোয়া এবং আমল

বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ঘোষণা করেন, “যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার জান্নাতের আশা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবে, জান্নাত-জাহান্নামও আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তির দোয়া কবুলে সুপারিশ করবে।” ইয়া আল্লাহ! পুরো রমজান মাসজুড়ে উল্লেখিত বিশেষ চারটি আমল ও দোয়া যথাযথ পালনে আপনার তাওফিকের বিকল্প নেই। যে আমলগুলো করতে শাবান মাসের শেষ দিন বিশ্বনবি সা. সাহাবায়ে কেরামকে নসিহত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজান। নেয়ামতে ভরপুর এই মাসে নবিজি সা. বিশেষ চারটি আমলের কথা বলেছেন। আমলগুলোর সঙ্গে কিছু দোয়া, জিকির, তাওবাহ ও ইসতেগফার রয়েছে। এর বিনিময়ে রয়েছে বেশকিছু সুখবর। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানকে স্বাগত জানাতে গিয়ে উম্মতে মুসলিমার উদ্দেশ্যে এ আমলগুলোর দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। কী সেই আমল ও দোয়াগুলো?

নিজেদের দুই আমল

- আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করা।
- জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়া।

জান্নাত চাওয়ার কারণ

জান্নাত তো মুমিনের আসল ঠিকানা। যে ঠিকানায় বসবাসে মুমিন কখনও বৃদ্ধ হবে না। ব্যবহারের কোনও জিনিসপত্র পুরনো হবে না। যেখানে বিরাজমান থাকবে মধুমিশ্রিত নদী। সুরার ফোয়ারা। সেখানে শেষ হবে না মানুষের যৌবন। হাদিসপাকে এই জান্নাত লাভের প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। হাদিসে এসেছে—

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোনও কিছু চায় না আল্লাহতায়ালা তার প্রতি রাগান্বিত হন।”

তাই জান্নাত পেতে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি প্রার্থনা, আকুতি জানাতে হবে।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়ার কারণ

আল্লাহর কোনো বান্দা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, এটা মহান আল্লাহ নিজেও পছন্দ করেন না। পরকালের চিরস্থায়ী জীবন যেন আল্লাহর ভয়াবহ আজাবে পরিণত না হয়, সে জন্যই আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাইতে হবে। আর ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের মহান আল্লাহ সবথেকে বেশি ভালোবাসেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসটিতে ঘোষিত ৪টি আমলের যথাযথ বাস্তবায়নে এই দোয়াগুলো পড়া অত্যন্ত জরুরি। যা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল।

বেশি বেশি কালেমার এই তসবিহ পড়া

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’ অর্থ— “আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই।”

বেশি বেশি তওবা-ইসতেগফার করা। সাইয়্যেদুল ইসতেগফার সহ কয়েকটি তুলে ধরা হল; ‘আস্তাগফিরুল্লাহ।’ অর্থ— “আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।” নিয়ম— প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সালাম ফেরানোর পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ইসতেগফারটি তিনবার পড়তেন। (মিশকাত)

‘আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।’

অর্থ— “আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসছি।” নিয়ম— এই ইসতেগফারটি প্রতিদিন ৭০/১০০ বার পড়া। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন ৭০ বারের অধিক তাওবাহ ও ইসতেগফার করতেন।

(বুখারি)

‘রাব্বিগ্ ফিরলি ওয়া তুবু আলাইয়্যা ইন্নাকা (আনতাত) তাওয়্যাবুর রাহিম।’

অর্থ— “হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তওবা কবুলকারী করুণাময়।” নিয়ম— রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসে এক বৈঠকেই এই দোয়া ১০০ বার পড়েছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত)

‘আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলায়হি।’ অর্থ— “আমি ওই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনও মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছেই (তাওবাহ করে) ফিরে আসি।”

নিয়ম— দিনের যে কোনও ইবাদত-বন্দেগি তথা ক্ষমা প্রার্থনার সময় এভাবে তওবা-ইসতেগফার করা। হাদিসে এসেছে, এভাবে তওবা-ইসতেগফার করলে আল্লাহতায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়। (আবু দাউদ, তিরমিজি, মিশকাত)

সাইয়েদুল ইসতেগফার পড়া

‘আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহ্দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউলাকা বিজাম্বি ফাগফিরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা।’ অর্থ— “হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গোনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।” নিয়ম— সকালে ও সন্ধ্যায় এই ইসতেগফার করা। ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর এই ইসতেগফার পড়তে ভুল না করা। কেননা হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি এই ইসতেগফার সকালে পড়ে আর সন্ধ্যার আগে মারা যায় কিংবা সন্ধ্যায় পড়ে সকাল হওয়ার আগে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে যাবে। (বুখারি)

জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া

‘আল্লাহুম্মা আদখিলনাল জান্নাতা ওয়া আজিরনা মিনান নার।’ অর্থ— “হে আল্লাহ! আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।”

‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাসালুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান নার।’ অর্থ— “হে আল্লাহ! আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।”

বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ঘোষণা করেন, “যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার জান্নাতের আশা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবে, জান্নাত-জাহান্নামও আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তির দোয়া কবুলে সুপারিশ করবে।”

ইয়া আল্লাহ! পুরো রমজান মাসজুড়ে উল্লেখিত বিশেষ চারটি আমল ও দোয়া যথাযথ পালনে আপনার তাওফিকের বিকল্প নেই। যে আমলগুলো করতে শাবান মাসের শেষ দিন বিশ্বনবি সা. সাহাবায়ে কেরামকে নসিহত পেশ করেছেন। আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহকে পুরো রমজান মাসজুড়ে রোজা পালন, ফরজ ও নফল নামাজ, জিকির-আজকারের পাশাপাশি বিশেষ ৪ আমল ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোয়াগুলো যথাযথ আদায় করার তাওফিক দান করুন। রমজানের রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের তওফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

পবিত্র ইদুল ফিতরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

‘ইদ’ শব্দটি আরবি ‘আওদ’ থেকে উৎকলিত। ‘আওদ’ অর্থ ঘুরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। ইদ মানে প্রতি বছর ঘুরেফিরে আসে এ রকম একটি দিন। আরবিতে বিশেষ দিবস বা উৎসবের দিনকে ইদ বলে। ফিতর অর্থ রোজা ভাঙা বা ইফতার করা। আমাদের কাছে পরিচিত ‘রোজার ইদ’কে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় ইদুল ফিতর বা রোজা ভাঙার উৎসব। পুরো রমজানে প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর মুসলমানরা উপবাস ভাঙে।

প্রথম পর্ব

মাওলানা ফারুক ফেরদৌস

মানুষের বৈচিত্র্যহীন কর্মব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি দূর করতে মাঝে মাঝে উৎসবের প্রয়োজন হয়। সামাজিক ও আত্মীয়তার শীতল হয়ে যাওয়া সম্পর্কগুলো সজীব ও প্রাণবন্ত করতে প্রয়োজন হয় কোনও সম্মিলন বা মিলন মেলার। যেন মানুষ তার প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের হয়ে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে পারে, নিরুদ্যম প্রাণে শক্তি ও কর্মপ্রেরণা জোগাতে পারে।

সব আসমানি ধর্ম-সহ পৃথিবীজুড়ে সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই বিভিন্ন উৎসব আছে। উৎসব জাতিগত ঐক্যের চেতনাও সৃষ্টি করে। উৎসবের দিনগুলো যে কোনও জাতির স্বাতন্ত্র ও পৃথক পরিচয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও প্রতীক। একটি জাতির স্বতন্ত্র পরিচয়-সত্তা নির্মাণ করতে, তাদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা ও ভ্রাতৃত্বের মৈত্রী জাগ্রত করতে সম্মিলিত আনন্দ ও উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাসুল সা. যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গেলেন, তখন সেখানে জাহেলি যুগ থেকে প্রচলিত দু’টি উৎসবের দিন ছিল, শরতের পূর্ণিমায় ‘নওরোজ’ এবং বসন্তের পূর্ণিমায় ‘মেহেরজান।’

রাসুল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুই দিন কীসের? মদিনাবাসী সাহাবিরা বললেন, জাহেলি যুগ থেকে আমরা এই দুই দিন খেলাধূলা ও আনন্দ করি। রাসুল সা. বললেন, আল্লাহ এই দুই দিনের বদলে তোমাদের নতুন দু’টি উৎসবের দিন দিয়েছেন; ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহা। (মুসনাদে আহমদ ১৩০৫৮)

এভাবে মুসলমানদের পৃথক উৎসবের সূচনা হল। এটা দ্বিতীয় হিজরি অর্থাৎ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। রাসুল সা. ঘোষণা করলেন, “সব জাতিরই ইদ বা উৎসবের দিন থাকে, এটা আমাদের ইদ।” (সহিহ বুখারি ৩৯৩১, সহিহ মুসলিম ২০৯৮)

‘ইদ’ শব্দটি আরবি ‘আওদ’ থেকে উৎকলিত। ‘আওদ’ অর্থ ঘুরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। ইদ মানে প্রতি বছর ঘুরেফিরে আসে এ রকম একটি দিন। আরবিতে বিশেষ দিবস বা উৎসবের দিনকে ইদ বলে। ফিতর অর্থ রোজা ভাঙা বা ইফতার করা। আমাদের কাছে পরিচিত ‘রোজার ইদ’কে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় ইদুল ফিতর বা রোজা ভাঙার উৎসব। পুরো রমজানে প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর মুসলমানরা উপবাস ভাঙে। এটা শুধু সেদিনের রোজা বা উপবাসের ইফতার। ইদের দিন এক মাসের নিয়মিত উপবাস ভাঙা হয়। সেটাও একরকম ইফতার। রোজাদারের জন্য প্রত্যেক দিনের ইফতারের মুহূর্তই আনন্দের, ইদুল ফিতরের দিন বিশেষভাবে আনন্দের ও উৎসবের। রাসুল সা. বলেছেন, রোজাদারের জন্য দু’টি আনন্দক্ষণ রয়েছে, ইফতারের সময় সে আনন্দিত হয়, রবের সঙ্গে দেখা করার সময় আবার সে আনন্দিত হবে। (বুখারি ৭৪৯২)

ইদুল ফিতরের দিন মুসলমানরা আনন্দিত হয় রমজানের রোজা সফলভাবে রাখতে পারা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির কারণেও। এটা রোজাদার মুসলমানদের জন্য পুরস্কারের দিন। হজরত আউস আল আনসারি রা. বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, ইদুল ফিতরের দিন সকালে ফেরেশতারা রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান এবং মুসলমানদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, হে মুসলমানগণ!

তোমরা দয়ালু প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে এসো। উত্তম প্রতিদান ও বিশাল সাওয়াব-প্রাপ্তির জন্য এগিয়ে এসো। তোমাদের রাত্রিবেলার নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তোমরা সে নির্দেশ মেনে নামাজ পড়েছ। তোমাদের দিনে রোজা রাখতে বলা হয়েছিল, তোমরা সে নির্দেশও পালন করেছ, এক মাস রোজা রেখেছ। গরিব-দুখীদের আহার করানোর মাধ্যমে নিজের প্রতিপালককে তোমরা আহার করিয়েছ। এখন নামাজ পড়ে এসব পুণ্যকর্মের প্রতিদান ও পুরস্কার গ্রহণ করো।

ইদের নামাজ পড়ার পর একজন ফিরিশতা ঘোষণা দেন, শোনো নামাজ আদায়কারীরা! তোমাদের মহান রাব্বুল আলামিন মাফ করে দিয়েছেন, সকল গুনাহ থেকে মুক্ত অবস্থায় নিজ নিজ আবাসে ফিরে যাও। আজ পুরস্কার প্রদানের দিন। আকাশে এই দিনের নামকরণ করা হয়েছে ‘পুরস্কারের দিন।’ (আল মুজামুল কাবির লিত তাবারানি ৬১৭, ৬১৮)

ছোটো গল্প

পরম্পরা

চন্দন চক্রবর্তী

রাত নটা বাজে, সিরিয়ালটা শেষ। নিভাদেবী টিভিটা বন্ধ করতেই পাশের ঘরের কাণ্ডে চমকে উঠলেন! সেই সন্ধ্যেবেলা মেয়েটি এসেছে নাতনিকে পড়াতে! এখনও একনাগাড়ে চলছে! ভাবা যায়! কি নাকি ক্লাস টেস্ট আছে!

এইটুকু শিশুকে এভাবে চাপ! এই তো মোটে ওয়ান। পাঁচবছর বয়স, তার আবার পরীক্ষা! গেল দু’বছর বৌমা পড়াত। তখনও একই চিত্র দেখেছেন! এদের একটু ধৈর্য্য নেই! এত উচ্চস্বরে বাচ্চাকে ধামকাতে থাকলে তাদের পড়া হয়!

তাদের সময়ে এই বয়সে বিকেলে মাঠে দৌড়দৌড়ি, ছোটাছুটি, ঠাম্মির কোলে বসে গল্প শোনা, এই তো ছিল। তিনি কি একা ! বাড়িতে তখন তার বয়সী জেঠতুতো-খুড়তুতো মিলিয়ে পাঁচ-ছ’জন। শুধু বড়রা হারিকেনের আলোয় গোল হয়ে বসে পড়তে বসত।

রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তেন বুঝতে পারতেন না। ঘুম চোখে রাতের খাওয়া কখন খেতেন তাও জানতেন না। চার পাঁচজনের ভাত এক থালায় নিয়ে কখনো মা,কখনো জেঠিমা খাইয়ে দিতেন। খেয়েই সোজা বিছানায় এক ঘুমে ভোর।

আর আজকাল যেটুকু সময় বাচ্চাটা বাড়ি থাকে, খালি পড়া আর পড়া। দুদিন স্কুল ছুটিতে ড্রইং ক্লাস, নাচের ক্লাস, সাঁতার, ভাবা যায়!

মনের আদান প্রদান নেই, খেলাধূলা নেই। যে ভাবে বড় হচ্ছে এরা সামাজিকতা কিছুই জানবে না। যা চাপ শেষে অসুস্থ না হয়ে পড়ে!

পরের দিন তার কথাটাই সত্যি হল!

রোজকার মতো সকালে নাতনিকে স্কুলে পাঠানোর মহড়া চলছিল। নিভাদেবী তখনও বিছানা ছাড়েননি, হঠাৎ বৌমার চিৎকারে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন!

রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তেন বুঝতে পারতেন না। ঘুম চোখে রাতের খাওয়া কখন খেতেন তাও জানতেন না। চার পাঁচজনের ভাত এক থালায় নিয়ে কখনো মা,কখনো জেঠিমা খাইয়ে দিতেন। খেয়েই সোজা বিছানায় এক ঘুমে ভোর। আর আজকাল যেটুকু সময় বাচ্চাটা বাড়ি থাকে, খালি পড়া আর পড়া। দুদিন স্কুল ছুটিতে ড্রইং ক্লাস, নাচের ক্লাস, সাঁতার, ভাবা যায়! মনের আদান প্রদান নেই, খেলাধূলা নেই।

নাতনি কেঁপে কেঁপে উঠছে। গায়ে ধুম জ্বর! অজ্ঞান হয়ে আছে। বৌমা অস্থির হয়ে পড়েছে।

তিনি আর দেরি করেননি। তাড়াতাড়ি নাতনিকে কোলে লম্বালম্বি শুইয়ে মাথায় জল ঢালতে লাগলেন। কপালে জলপটি দিয়ে, চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলেন!

জ্ঞান ফিরল।

ডাক্তার, নার্সিংহোম, দৌড়দৌড়ি করে শেষে নাতনিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেই হল। ওইটুকু শিশু,কান্না জুড়েছে— নার্সিংহোমে থাকবে না ।

অগত্যা ছেলে, তার এক চাইল্ড নিউরো বন্ধু ডাক্তারকে ফোনে যোগাযোগ করে, বাড়িতে নিয়ে এল।

নাতনি হাইপার টেনশনের রুগী। অতএব তাকে কোনো ব্যাপারে চাপ দেওয়া চলবে না। অক্সিজেন, ওষুধ, দেখভালের জন্য রাতে দিনে দুই শিফটে দু’জন নার্স ।

এই ভয়টাই তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু সেবার ধরন দেখে নিভাদেবী চিন্তিত হয়ে পড়লেন! শুধু সময় মতো ওষুধ খাওয়ালেই সব হয়ে গেল। শিশুর মনের সঙ্গে একাত্ম না হলে চলে! আর সেটা কখনও বাইরের নার্স দিয়ে হয়! পয়সা দিয়ে সেবা কিনবে? তাহলেই হয়েছে ।

বাড়িতেও চিন্তার ছায়া পড়েছে। ওইটুকু বাচ্চা খালি ওষুধ খেয়ে ঘুমায়। এটাই নাকি চিকিৎসা!

না তিনি আর দেরি করেননি। দিন তিনেক পরেই ডাক্তারকে ডাকিয়ে আনলেন। তার মনের কথা জানালেন। ডাক্তার তার কথা শুনে তার প্রশংসাই করলেন এবং রাজি হলেন। নার্স ছাড়িয়ে দেওয়া হল।

নাতনি দিনে রাতে এখন থেকে তার কাছেই থাকবে। তিনি সময় মতো যা যা করার করবেন।

সাতদিনেই নাতনির চোখ-মুখে ফুটফুটে ভাবটা ফিরেছে। ডাক্তার বাড়িতে রুগী দেখতে এসে বলেও গেলেন সে কথা, যা নাকি প্রায় অসম্ভব ছিল। নিভাদেবীকে তিনি মা সম্বোধন করে, প্রণাম করে, ফিরে গেলেন।

স্কুলে মেডিকেল পেপার্স জমা দিয়ে পারমিশন করে আনা হয়েছে, যাতে লম্বা ছুটিতে বছর নষ্ট না হয়।

একমাস অতিক্রান্ত। এখন নিভাদেবী নাতনীকে নিয়ে সারাদিন গল্প করেন। আবার গল্পের ফাঁকে ফাঁকে পড়াও চালিয়ে যান। নাতনিও তার সব কথা মনযোগ দিয়ে শোনে। এইভাবে দিন গড়িয়ে বছর শেষ হল। নাতনি পরীক্ষা দিল।

আজ বাড়িতে আনন্দের দিন। সবচেয়ে বেশি আনন্দ নিভাদেবীর। পরীক্ষায় তার নাতনি খুব ভালো ফল করেছে!

রাত অনেক, চারিদিক নিস্তব্ধ। নিভাদেবী দেখলেন তিনি শিশু হয়ে গেছেন, তার ঠাম্মির কোলে বসে গল্প শুনছেন। ওই তো ঠাম্মি তাকে বলছে, আমি যখন তোর নাতনি হয়ে আসব তখন আমাকে আমার গল্পগুলো শোনাবি কেমন!

ঘুম ভেঙে গেল। নিভাদেবী দেখলেন তার বুকে তার নাতনি শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে!

নাতনির মুখটা অবিকল যেন তার ঠাম্মি!

কবিতা ও ছড়া

ইদ মানে

কাজী সামসুল আলম

ইদ মানে কি শুধুই সিমাই
লাচ্ছা কিবা বিরিয়ানি
ইদ মানে কি নতুন জামা
পাঞ্জাবি আর শেরওয়ানি?

ইদ মানে কি সুরমা আতর
চুড়ি ফিতা কানের দুল
ইদ মানে কি নতুন জুতা
চুড়িদারের খাটো ঝুল?

ইদ মানে ঐ এতিম ছেলের
মুখের হাসি এই দিনে
ফিতরা জাকাত হাতে পেয়ে
যা খুশি চায় নেয় কিনে।

ইদ মানে ঐ গরিব মায়ের
ঘর সারানোর দিন এল
দানের টাকায় দেওয়াল সারাই
হাড় কাঁপানো শীত গেল।

ইদ মানে ঐ দুশমনি দূর
ভায়ে ভায়ে মিল হল
ইদ মানে তো কিপটেমি নয়
বন্ধ মনের খিল খোলো।

ইদ মানে ঐ রোজার শেষে
শুদ্ধ মনের মিষ্টি মুখ
ইদ মানে তো সবার সাথে
ভাব বিনিময় কৃষ্টি সুখ।

ইদের খুশি

বিজন বেপারী

ইদের খুশি যাক ছড়িয়ে
সকল প্রাণে,
ফুটলে গোলাপ খুশি সবে
মধুর ঘ্রাণে।

ধনী গরিব কোলাকুলি
বিভেদ ভুলে,
আজকে সবাই এক হয়ে যাই
পরাণ খুলে।

হিংসা বিদ্বেষ মুছে দিতে
আসে যে ইদ,
সেই খবরটা বেঁধে রাখি
আপনার হৃদ।

জনমানুষ সবাই সমান
ভাবতে শিখি,
ইদের খুশি সারাজীবন
মনে লিখি।

নাসার চার নভশ্চর মঙ্গল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন পৃথিবীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসা ইতিমধ্যে চাঁদের মানব অভিযান শুরু করতে চলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২০২৩-এর শেষে বা ২০২৪-এর প্রথমেই চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেবে নাসার নভশ্চররা। একইসঙ্গে নাসা যে মঙ্গলেও মানব অভিযানের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে, তা স্পষ্ট হল এবার। নাসার চার নভোশ্চর মঙ্গল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন পৃথিবীতেই। মঙ্গলে নাসা পাড়ি দিলে সেটি হবে নাসার
এখন পর্যন্ত দীর্ঘতম অ্যানালগ মিশন। মঙ্গল গ্রহে তাদের প্রথম মিশনে নভোচারীদের কী প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করার কাজ চলছে। জুন মাসেই এই লক্ষ্যে নয়া মিশন শুরু হবে। নাসার বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা চারজন নভশ্চরকে মঙ্গল গ্রহে একটি মিশন শুরু করবে। আদতে এই মিশনটি হল একটি মহড়া। এটি জনসন স্পেস সেন্টারে মঙ্গল গ্রহের মতো বাসস্থান গড়ে এই মহড়া চালানো হবে। তার ভিতরে নাসার ওই স্বেচ্ছাসেবক দল সিমুলেশনে থাকবে।

নাসার ক্রু হেলথ অ্যান্ড পারফরম্যান্স এক্সপ্লোরেশন অ্যানালগের প্রধান ডাঃ গ্রেস ডগলাস বলেন, ‘‘যেহেতু আমরা পৃথিবীর নিকটবর্তী কক্ষপথ বা নিম্ন পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে পৃথিবী থেকে আরও দূরে একটি মিশনে চলে যাচ্ছি, আমাদের সত্যিই বুঝতে হবে কীভাবে আমরা আরো সীমিত সম্পদের সঙ্গে ক্রু-দের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে পারি।’’

নাসার মুন টু মার্স অন্বেষণ আর্টেমিস লঞ্চের মতো এক মিশন দিয়ে শুরু হয়েছিল। তা এখন মঙ্গল গ্রহের সিমুলেশন আবাসস্থলের সঙ্গে চলবে। নাসা সূত্রে জানা গিয়েছে, এটি একটি তিন থেকে চার বেডরুমের বাড়ির আকারের। এটি এখন থেকে নাসার দীর্ঘতম অ্যানালগ মিশনের জন্য ব্যবহার করা হবে। নাসা ৫০ বছর পর প্রথম কোনো মানব অভিযান

শুরু করতে চলেছে চাঁদে। আর্টেমিস মিশন টু-তে চাঁদের কক্ষপথে যাবেন নাসা চার নভশ্চর। তারপর ২০২৫-এর মধ্যে নাসা পরবর্তী আর্টেমিস মিশনে চাঁদের মাটিতে পা রাখবে। ইতিমধ্যেই ৫০ বছর পর চাঁদে প্রথম মানব মিশনের নভশ্চরদের নাম জানিয়ে দিয়েছে নাসা।

সেই আঙ্গিকে নাসার পরবর্তী লক্ষ্য হবে মঙ্গল অভিযান। ২০৩০-এর মধ্যে নাসা মঙ্গলে মানব অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। সেই কারণেই নাসা চারজন নভশ্চরকে মঙ্গলের মতো পরিবেশে বিচ্ছিন্ন ও বন্দি করে রাখার এক মিশন চালু করেছে। নাসা জানিয়েছে, আমরা বাস্তবসম্মত সিমুলেশন রাখছি।

এই মিশনে নাসার নভশ্চরদের বাস্তবিকভাবেই মঙ্গল গ্রহে থাকাকালীন যা যা করণীয়, তা করতে হচ্ছে। বালি থেকে শুরু করে থ্রি-ডি মুদ্রিত দেওয়ালে মঙ্গল গ্রহের আবাসস্থল বানানো হয়েছে। সেখানে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যসেবা অনুশীলন করবে। তাঁরা ব্যায়াম করবে, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের শক্তি বাড়াবে এবং ভূতত্ত্বের নমুনা সংগ্রহ করবে।

মঙ্গলে খোঁজ মিলল এলিয়েন মরুভূমির

ইনজেনুইটি মার্স হেলিকপ্টার উড়িয়ে চমক নাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসা চমকের পর চমক দিয়ে যাচ্ছে। একদিন আগেই বৃহস্পতির ট্রোজান গ্রহাণুর ছবি তুলেছে নাসার লুসি মহাকাশযান। এবার নাসার ইনজেনুইটি মার্স হেলিকপ্টার মঙ্গলের এলিয়েন মরুভূমির উপর দিয়ে উড়িয়ে চমক দিল। মঙ্গলে খোঁজ মিলল এলিয়েন মরুভূমির!

সম্প্রতি নাসার প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, নাসার ইনজেনুইটি মার্স হেলিকপ্টার একটি এলিয়েন মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ছে। ২০২৩-এর ৯ মার্চ পারসিভারেন্স রোভারে থাকা মাস্টক্যাম-জেড ইমেজার দ্বারা ধারণ করা হয়েছিল ওই ছবি। নাসার ইনজেনুইটি হেলিকপ্টার সম্প্রতি মঙ্গলে তার ৫০তম ফ্লাইট সম্পন্ন করেছে। গত ১৩ এপ্রিল হেলিকপ্টারটি ১৪৫.৭ সেকেন্ডে ১০৫৭.০৯ বা ৩২২.২ মিটারের বেশি পথ ভ্রমণ করেছিল। শুধু তাই নয়, এটি প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার একটি নতুন রেকর্ডও অর্জন করতে সম্ভবপর হয়।

প্ল্যানেটারি সায়েন্সের ডিরেক্টর লরি গ্লেজ

জানিয়েছেন, ‘‘রাইট ভাইয়েরা ১৯০৩ সালে কিটি হকের সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনটির পরে যেমন তাদের পরীক্ষাগুলি ভালোভাবে চালিয়ে গিয়েছিল, তেমনই ইনজেনুইটি টিম অন্য বিশ্বে গিয়ে বিমান ওড়াচ্ছে। ফ্লাইট অপারেশনগুলি একের পর এক মাইলস্টোন অতিক্রম করে যাচ্ছে।’’

নাসাও ইনজেনুইটির ৪৭তম ফ্লাইটের একটি ফুটেজ শেয়ার করেছে। সেই ভিডিওটিই ২০২৩-এর ৯ মার্চের। ভিডিওটি তোলার সময়, রোভারটি হেলিকপ্টার থেকে প্রায় ৩৯৪ ফুট বা ১২০ মিটার দূরে ছিল। এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে হেলিকপ্টারের স্পিনিং রোটর দ্বারা ইনজেনুইটি টেক অফ করে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪৪৪ ফুট বা ৪৪০ মিটার যাত্রা করেছে।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নাসার মার্স পারসিভারেন্স রোভারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে লাল গ্রহে অবতরণ করে মার্স ইনজেনুইটি হেলিকপ্টার। তারপর ভিনগ্রহে প্রথম ফ্লাইট উড়িয়ে চমকে দেয় নাসা। প্রথম ফ্লাইট ওড়ানোর দুই বছর পূর্তি হতে চলেছে ১৯ এপ্রিল। ২০২১-এর ১৯ এপ্রিল হয়েছিল প্রথম সফল উড়ান। এর আগে লুসির জুপিটার ট্রোজানের ছবি প্রথমবার ক্যামেরবন্দি করার কথা জানিয়েছিল নাসা। ১২ বছরের দীর্ঘ মিশনের মাত্র এক বছর হয়েছে লুসির। লুসি ইতিমধ্যে জুপিটার ট্রোজান গ্রহাণুর কিছু ছবি ক্যাপচার করেছে, যা পরে দর্শন করা সম্ভব হবে। নাসার এই লুসি মিশন আরও অনেক কিছু সামনে আনবে বলে আশাবাদী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

নাসার লুসি মিশন জুপিটার ট্রোজান গ্রহাণু পর্যবেক্ষণে একটি মহাকাব্য রচনা করেছে আগেই। ৬ বিলিয়ন কিলোমিটার দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে তা বৃহস্পতির অন্দরে উঁকি মারতে শুরু করেছে। এই মিশন চালু হওয়ার প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। ২৫ মার্চ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে জুপিটার ট্রোজান গ্রহাণুর প্রথম দৃশ্য ক্যাপচার করতে পেরেছিল।

দু’কোটি সূর্যের সমান কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কার

নাসার হাবল টেলিস্কোপে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসার হাবল স্পেস টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে এক দানব কৃষ্ণগহ্বর। যে কৃষ্ণগহ্বর দু-কোটি সূর্যের সমান ভরযুক্ত। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সম্প্রতি সতর্ক করে দিয়েছে এই মহাশূন্যে হদিশ মেলা দানবাকৃতি কৃষ্ণগহ্বর থেকে। ওই কৃষ্ণগহ্বর তথা ব্ল্যাক হোল এক গালে খেয়ে নিতে পারে গোটা সৌরজগৎকে।

নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওই কৃষ্ণগহ্বরকে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল আখ্যা দিয়েছে। ওই ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বের মধ্য দিয়ে এত ছুটছে যে, সেই ক্ষমতা যদি সৌরজগতে থাকত, তবে মাত্র ১৪ মিনিটে পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়া সম্ভব হত। এই কৃষ্ণগহ্বরের ওজন ২ কোটি সূর্যের মতো। ২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে থাকা এই কৃষ্ণগহ্বর মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ব্যাসের দ্বিগুণ।

নাসা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘‘এই সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলটি সামনের নক্ষত্রগুলিকে খেয়ে ফেলার পরিবর্তে একটি সংকীর্ণ করিডোরে নতুন নক্ষত্র গঠনের পথ তৈরি করছে। অনেক নতুন তারা তৈরি হচ্ছে গ্যাসে ধাক্কা খেয়ে। এই ব্ল্যাক হোল আবার অর্ধেক উজ্জ্বল। এ ধরনের কোনো কৃষ্ণগহ্বর আগে কখনো দেখা যায়নি।

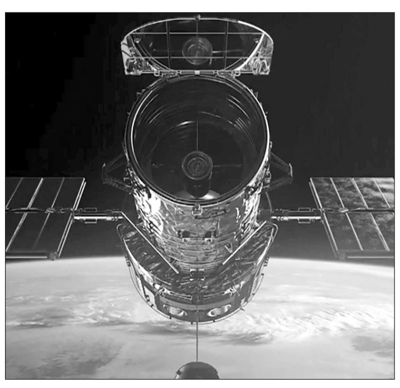

নাসার হাবল স্পেস টেলিস্কোপে ঘটনাক্রমে এটি ধরা পড়েছিল। এটি আসলে একটি ‘অদৃশ্য দৈত্য’। এটি মূল ছায়াপথের স্তম্ভের শেষে অবস্থিত। এর বাইরের প্রান্তে আয়নযুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতি রয়েছে। নাসার বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ব্ল্যাক হোলের গতির ফলে বিকিরণ তৈরি হচ্ছে চারপাশে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানান, ‘‘ব্ল্যাক হোলের এই সুপারসনিক গতির প্রভাবের কারণে এর সামনের গ্যাস তড়িদাহত হয়ে যায়। নাসার বিজ্ঞানীরা যখন ব্ল্যাক হোলটি দেখেছিলেন, তখন কাছাকাছি একটি বামন গ্যালাক্সিতে গ্লোবুলার তারার ক্লাস্টার খুঁজেছিলেন তাঁরা। সেই তারার পথকে বেশ আশ্চর্যজনক, অতি উজ্জ্বল এবং অস্বাভাবিক রূপে দেখা গিয়েছিল।

নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ৫ কোটি বছর আগে দুটি গ্যালাক্সি একত্রিত হওয়ার পরে ব্ল্যাক হোলটি মুক্ত হয়েছিল। দুটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল এর ফলে একত্রিত হয়েছিল। তারপরে একটি তৃতীয় গ্যালাক্সি তার একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল নিয়ে হাজির হয়েছিল। তিনটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল মিলে এই দানবাকৃতির কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করেছে।

গবেষকরা মনে করেন, ব্ল্যাকহোলগুলির মধ্যে একটি অন্য দুটির থেকে গতি পেয়েছে। তারপর তা হোস্ট গ্যালাক্সি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে এবং অন্য দুটি বিপরীত দিকে চলে গিয়েছে। এখন বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এর পরবর্তী ধাপ হল জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এবং ফলো-আপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি ব্যবহার করে ব্ল্যাক হোলের তথ্যানুসন্ধান করা।

ভারতও বৃহস্পতিতে পাঠাচ্ছে মহাকাশযান

আট বছরের সফর শুরু তেইশেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১২ বছরের সফরে নাসার লুসি মহাকাশযান পাড়ি দিয়েছে বৃহস্পতির ট্রোজান গ্রহাণুর সন্ধানে। ইতিমধ্যে একরাশ ছবিও পাঠিয়েছে সেই গ্রহাণুর। এবার আট বছরের সফরে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে জুস। এই মহাকাশযানেরও লক্ষ্য বৃহস্পতি। বৃহস্পতির তিন উপগ্রহই হবে জুসের কর্মক্ষেত্র।

চাঁদ ও মঙ্গল তো মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু। এবার আরো দূরে পাখির চোখ বিজ্ঞানীদের। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা তো ইতিমধ্যে মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। রাশিয়া, ভারত ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিও পিছিয়ে নেই। রাশিয়া, ভারত ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা এসা খুব শীঘ্রই রকেট উৎক্ষেপণ করবে। বিগত কয়েকবছর ধরে তারা আরিয়ান স্পেস ও এয়ারবাস নামে দুটি রকেট নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল। এই মিশন বিভিন্ন কারণে দেরি হচ্ছিল। অবশেষে এই রকেট লঞ্চ করতে চলেছে।

গত ১৩ এপ্রিল গায়ানা থেকে কৌরো স্পেসপোর্টে একটি দর্শনীয় মিশন চালু করতে যাচ্ছে এজেন্সি। মিশনটির নাম রাখা হয়েছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির জুপিটার আইসি মুন এক্সপ্লোরার। এই মিশনের রাজ হল বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহণকে পর্যবেক্ষণ করা। জুস মহাকাশযান ২০৩১ সালে জুলাই মাসে বৃহস্পতি কক্ষপথে প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আট বছর ধরে মহাকাশে ভ্রমণ করবে জুস। নাসার ইউরোপা ক্লিপার মহাকাশযান জুসের আগেই পৌঁছে যাবে। ২০৩০ সালের এপ্রিলে বৃহস্পতির কক্ষপথে পৌঁছে যাবে।

নাসার মহাকাশযানটি শর্টকাট যাচ্ছে। পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহ প্রদক্ষিণ

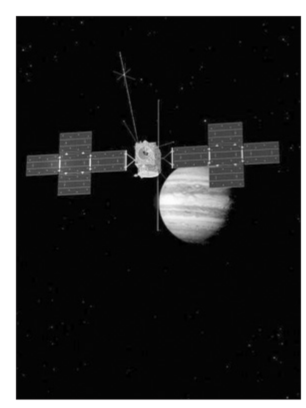

করে বৃহস্পতিতে পৌঁছবে নাসার ইউরোপা ক্লিপার। জুস পৃথিবী এবং শুক্র প্রদক্ষিণ করে তারপর বৃহস্পতির কক্ষপথে পাড়ি দেবে। তারপর সেখানে গিয়ে বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহে পর্বেক্ষণ করবে। বৃহস্পতির সবথেকে বড় তিনটি উপগ্রহ গ্যানিমেড, ক্যালিস্টো ও ইউরোপাতে পাঠানো হবে জুসকে। তিনটি উপগ্রহে জমা হওয়া বরফ সম্পর্কে গবেষণার জন্যই জুসকে পাঠানো হচ্ছে বৃহস্পতির কক্ষপথে। এখানে কোনো সমুদ্র আছে কি না তাও দেখা হবে খতিয়ে।

এই কাজে ক্যালিস্টোর চারপাশে ২১টি ফ্লাইবাই তৈরি করবে জুস। তারপর গ্যানিমিডের চারপাশে ১২ বার ঘুরবে। দুবার ঘুরবে ইউরোপার চারপাশে। জুস মহাকাশযানটি এই ধরনের প্রথম মিশন। শুধুমাত্র বৃহস্পিৃতির তিনটি উপগ্রহের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নাসার ইউরোপা ক্লিপারও বৃহস্পতি যাচ্ছে। এছাড়া নাসার লুসি মহাকাশযান ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে বৃহস্পতির ট্রোজান গ্রহাণু। সেখান থেকে ছবি পাঠাতে শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই আরও অনেক আপডেট মিলতে শুরু করবে দানব গ্রহ বৃহস্পতির।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

আইপিএলে প্রথম ওভারে কেকেআরের বিরুদ্ধে ৫ রান

শচীনের সঙ্গে পরিসংখ্যান মেলালেন ছেলে অর্জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে আইপিএলে অভিষেক হল অর্জুন তেন্ডুলকরের। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি গায়ে অভিষেক হল শচীন তেন্ডুলকর পুত্রের। অনেকেই অর্জুনকে মাঠে দেখতে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল। কেকেআরের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামলেন মাস্টার ব্লাস্টারের ছেলে।

এই ম্যাচে প্রথম ওভারেই বল করতে যান অর্জুন। প্রথম ওভারেই দুর্দান্ত বল করেন তিনি। প্রথম ওভারে দেন মাত্র ৫ রান। সেই ওভারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই শচীন তেন্ডুলকরের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন অনেকে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, অর্জুনের পারফরম্যান্সের সঙ্গে শচীনের মিল কোথায়? এবার আসা যাক আসল প্রসঙ্গে। ২০০৯ সালে এপ্রিল মাসে আইপিএলে কেকেআর বনাম মুম্বই ম্যাচে বল করেন শচীন। তখন তিনি তাঁর প্রথম ওভারে ৫ রান দেন। এবার ১৬তম আইপিএল মরশুমে কেকেআরের বিরুদ্ধে অভিষেক হয়েছে অর্জুনের। তিনিও প্রথম

ওভারে ৫ রান দিলেন। বাবা এবং ছেলের মধ্যে অনেকটাই মিল দেখা গিয়েছে।

এবারের ঘরোয়া মরশুমে গোয়ার হয়ে বেশ ভালো পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। শতরানও রয়েছে অর্জুনের ঝুলিতে। এছাড়াও বল হাতে উইকেটও পেয়েছেন শচীন-পুত্র। গত কয়েক দিন ধরেই মুম্বইয়ের নেটে অনেকটা সময় ধরে বল করতে দেখা যায় অর্জুনকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের একটি ভিডিওতেও দেখা যায় অধিনায়ক রোহিত শর্মা, অর্জুন-সহ আরও কয়েক জন তরুণ ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আন্দাজ করা গিয়েছিল, কয়েক ম্যাচ পরই প্রথম একাদশে দেখ যেতে পারে অর্জুনকে। আর সেই জল্পনাই সত্যি হল। বাবার সামনে অভিষেক ঘটালেন অর্জুন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে উপস্থিত রয়েছেন সারা তেন্ডুলকর। ভাইয়ের অভিষেক হওয়ার খবরে তারাও বেশ উচ্ছ্বসিত। প্রথমবার মুম্বইয়ের হয়ে মাঠের নামার আগে অর্জুনকে বিশেষ উপদেশ দেন বাবা শচীন তেন্ডুলকর। দেখা যায়, ছেলেকে কিছু বোঝাচ্ছেন মাস্টার ব্লাস্টার। আইপিএলের প্রথম ম্যাচে অর্জুন যে বেশ চাপে থাকবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই চাপ মুক্তি করতেই বিশেষ টিপস দিচ্ছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। এমনটাই মনে করছে ক্রিকেট মহল।

অর্জুনের আইপিএল অভিষেক হওয়ায় খুশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। টুইটে অর্জুনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মহারাজ। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক টুইটে লিখেছেন, ‘অর্জুনকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে দেখে খুব খুশি। চ্যাম্পিয়ন বাবা অবশ্যই গর্বিত। অর্জুনের জন্য শুভ কামনা।’

ওয়াংখেড়ে ফের নাইটদের বধ্যভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেড়ে যেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে। সেই ১১ বছর আগে আরব সাগরের পারের স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে একটা ম্যাচ জিতেছিল নাইটরা। তার পর থেকে এবং তার আগেও কখনও ওয়াংখেড়েতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়নি কেকেআর। ২০১২ সালেই ওয়াংখেড়েতে প্রথম জিতেছিল তারা। আর সেটাই এখনও পর্যন্ত শেষ জয়। নাইটদের জন্য ওয়াংখেড়েতে কী ‘জুজু’ রয়েছে, সেটা সত্যিই রহস্যের। দলের মালিকের শহরেই বারবার মাথা নীচু করে ফিরতে হয় কলকাতার দলকে। রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়েতে ১৪ বল বাকি থাকতে কলকাতাকে ৫ উইকেটে হারাল মুম্বই। টানা দ্বিতীয় জয় পেল তারা। এ দিকে, কলকাতা টানা দু’টি ম্যাচে হেরে গেল।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে কেকেআর। কলকাতার টিমের ওপেনিং জুটি নিয়ে সমস্যা এই ম্যাচেও মিটল না। চূড়ান্ত ব্যর্থ হলেন ওপেনাররা। তবে কেকেআর ইনিংসে মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল বেঙ্কটেশ আইয়ারের শটগুলি। প্রথমার্ধটা ওয়াংখেড়ে জুড়ে ছিলেন শুধুই বেঙ্কটেশ। এ দিন নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন বেঙ্কি। মুম্বইয়ের কোনও বোলারই তাঁর সামনে টিকতে পারেননি। তাঁর ঝোড়ো সেঞ্চুরির হাত ধরে কেকেআর তাও ১৮৫ রান স্কোরবোর্ডে যোগ করতে পেরেছিল। রহমানুল্লা গুরবাজ এবং নারায়ণ জগদীশন ওপেন করতে নেমে ব্যর্থ হলেও, সেটা ঢেকে দেন বেঙ্কটেশ। তিনি এ দিন ৫১ বলে ১০৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। কলকাতার ইনিংসে ১০টা ছক্কার মধ্যে ৯টাই তাঁর। অফসাইডে হোক লেগসাইডে, সব দিকেই সমান স্বাচ্ছন্দ্যে শট মারেন বেঙ্কটেশ। কেকেআর-কে ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছতে সাহায্য করলেন। ১৮৫ রানের মধ্যে বেঙ্কি একাই করেছেন ১০৪ রান। বাকিরা মিলে করেন মাত্র ৮১ রান। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে কেকেআর ব্যাটিংয়ের শোচনীয় দশা।

কেকেআর-এর হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান আন্দ্রে রাসেলের। তিনি ১১ বলে ২১ রান করেন। তবে বেঙ্কটেশ যে ভাবে খেলেছিল, তাতে মনে হয়েছিল দু’শো পার করবে কলকাতা। ১১ ওভারে একশো পার করে ফেলেছিল কেকেআর। ১১ ওভারে ১০৪ রান ছিল কলকাতা দলের। বাকি ৯ ওভারে উঠল ৮১ রান। ওয়াংখেড়ের মতো ছোট মাঠে এই স্কোর যে মোটেই ভরসা দেওয়ার মতো ছিল না, সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

জবাবে রান করতে নেমে মুম্বই শুরুটা করে ঝোড়ো মেজাজে। ওপেন করতে নেমে ইশান ঝড় তোলেন। ২৫ বলে ৫৮ করে তিনি সাজঘরে ফেরেন। এর পর সূর্যকুমার যাদব ২৫ বলে ৪৩ রান করেন। তিলক বর্মা করেন ২৫ বলে ৩০। ওপেন করতে নেমে ১৩ বলে ২০ রান করেন রোহিত শর্মা। টিম ডেভিড ১৩ বলে অপরাজিত ২৪ করে দলকে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। ব্যাট করতে নেমে সহজেই জয় ছিনিয়ে নেয় কেকেআর।

রোনাল্ডোর আরও ৩ রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানোর দ্বৈরথ ফুটবলের ইতিহাসে চিরন্তন হয়ে গেছে। প্রায় দুই দশক ধরে একে অপরের পাল্লা দিয়ে লড়ছেন এ দুজন। দুজনের ভক্ত,সমর্থকদের মাঝেও একে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে চলছে ম্যারাথন লড়াই।

তবে দুজনের মুখোমুখি লড়াইয়ের সময়টা গত হয়েছে আরও আগেই। এখন দুজন আলাদা ভুবনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ রেখে চলেছেন। মেসি খেলছেন ফরাসি লিগ ‘ওয়ানে’র ক্লাব পিএসজিতে, আর রোনাল্ডো খেলছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে। তবে দুই ভুবনেও একে অপরের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন এ দুজন। যেমন ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে সবথেকে বেশি গোলের রেকর্ডে রোনাল্ডোকে স্পর্শ করেছেন মেসি। দু’জনের গোলই এখন ৪৯৫টি করে। এই রেকর্ডে রোনাল্ডোকে ছাড়িয়ে যাওয়া মেসির জন্য এখন সময়ের ব্যাপার।

এর আগে ক’দিন আগে ইউরোপে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোলে রোনাল্ডোকে ছাড়িয়েছেন মেসি। রোনাল্ডোর ৭০১-কে ছাড়িয়ে মেসির গোল এখন ৭০২। প্রশ্ন হচ্ছে রোনাল্ডোর রেকর্ড ভাঙার ধারাটা কবে শেষ হবে? মেসির সামনে ভাঙার মতো রোনাল্ডো আর কোন রেকর্ড অপেক্ষা করছে? এই মুহূর্তে ছোটোখাটো মাইলফলকগুলো বাদ দিলে মেসির সামনে অন্তত ৩টি বড়ো রেকর্ড আছে, যা তিনি অদূর ভবিষ্যতে ভাঙতে পারেন।

সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে চলে যাওয়ায় রোনাল্ডোর আপাতত চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেরিয়ারের সেরা সময়ে নিজেকে চ্যাম্পিয়নস লিগের রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রোনাল্ডো। চ্যাম্পিয়নস লিগে সর্বোচ্চ ১৪১ গোল রোনাল্ডোর। ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে রোনাল্ডো আবার ফিরবেন কি না, এটা কেউ বলতে পারেন না। তাই রোনাল্ডোর গোল সংখ্যারও নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই। তবে মেসির সম্ভাবনা আছে ১২৯ গোলকে ১৪২-এ নিয়ে যাওয়ার। তবে সে জন্য অবশ্য মেসিকে ইউরোপেই থাকতে হবে। গুঞ্জন আছে আগামী দলবদলে মেসির সৌদি ক্লাব আল হিলাল অথবা যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার। এই দুই ক্লাবে চলে গেলে মেসিকে চ্যাম্পিয়নস লিগে রোনাল্ডোর পিছনে থেকেই কেরিয়ার শেষ করতে হতে পারে। তবে মেসি যদি পিএসজিতে থেকে যান অথবা বার্সেলোনায় ফিরে যান, তবে তাঁর সুযোগ আছে রোনাল্ডোকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। সে জন্য মেসির প্রয়োজন আরও ১৩ গোল।

চ্যাম্পিয়নস লিগে গোলের মতো অ্যাসিস্টেও একে অপরকে টেক্কা দিয়েছেন মেসি-রোনাল্ডো। সামগ্রিকভাবে অ্যাসিস্টে রোনাল্ডোর চেয়ে মেসি এগিয়ে থাকলেও চ্যাম্পিয়নস লিগের চিত্রটা কিন্তু ভিন্ন। চ্যাম্পিয়নস

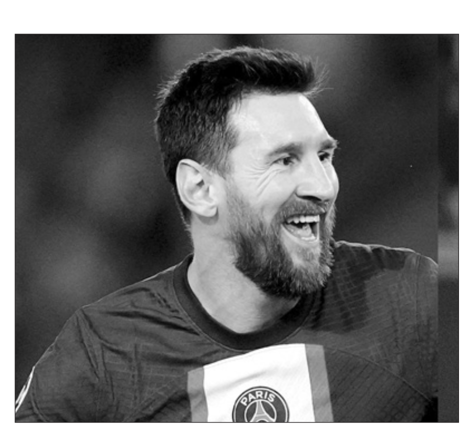

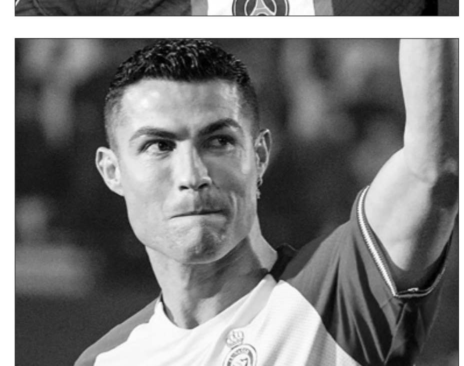

লিগের রোনাল্ডোর অ্যাসিস্টের সংখ্যা ৪২টি, বিপরীতে মেসির অ্যাসিস্টের সংখ্যা ৪০। আর অন্তত এক মরশুম খেলতে পারলে মেসির সুযোগ আছে রোনাল্ডোকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। জাতীয় দলের হয়ে রোনাল্ডোর সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডকেও হুমকিতে ফেলতে পারেন মেসি। কাতারে আর্জেন্টিনার জার্সিতে বিশ্বকাপ জিতে নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মেসি। শুরুতে বিশ্বকাপের পর অবসর নেওয়ার গুঞ্জন শোনা গেলেও এখন তাঁর ২০২৬ বিশ্বকাপেও খেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আর্জেন্টিনার তিন তারকার জার্সিতে দুই ম্যাচ খেলে গোল সংখ্যা ১০২-এ নিয়ে গেছেন মেসি। আর্জেন্টাইন মহাতারকার চেয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনাল্ডো ২০ গোল বেশি করেছেন। পর্তুগিজ মহাতারকার গোল সংখ্যা এখন ১২২। ধারণা করা হচ্ছিল মেসির মতো রোনাল্ডোও বিশ্বকাপের পর অবসরে যাবেন। কিন্তু বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে দারুণভাবে ফিরে এসেছেন পর্তুগিজ তারকা। ইউরো বাছাইয়ে দুই ম্যাচ খেলে করেছেন ৪ গোল। তবে বয়স ও ফর্ম বিবেচনায় নিলে রোনাল্ডোকে এই পরিংসংখ্যানেও ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে মেসির।

গোলমেশিন হয়ে উঠছেন আর্লিং হলান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্লিং হলান্ড মাঠে নামা মানেই যেন গোল করা, একের পর এক রেকর্ড গড়া। ২২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড প্রিমিয়ার লিগে প্রথম মরশুমেই বেশ কয়েকটি রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। যেভাবে ছুটছেন, কোথায় থামবেন আপাতত বোঝা মুশকিল।

দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা এই হালান্ডকে কি থামানো সম্ভব? নরওয়েজীয় তারকার প্রথম কোচ মনে করছেন, সম্ভব। তবে সেটি প্রতিপক্ষের কৌশলের কারণে নয়, হলান্ডের নিজের ভাবনার বদলের কারণে সম্ভব। ‘এল পিরিয়েডিকো ডি এসপানাকে’ হলান্ডের সাবেক কোচ আল্ফ এনগেভ বলেন, ‘গোলমেশিন’ হয়ে ওঠা হলান্ডকে থামাতে পারে শুধু একঘেয়েমি, ‘ওকে থামাতে পারে চোট। এর বাইরে একঘেয়েমিতা ছাড়া আর কিছু আটকাতে পারবে না।’

বুধবার লেস্টার সিটির বিপক্ষে জোড়া গোল করে প্রিমিয়ার লিগে এক মরশুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে মহম্মদ সালাহকে স্পর্শ করেছেন হলান্ড। ২০১৭-১৮ মরশুমে ৩২ গোল করেছিলেন সালাহ, এবার ২৮ ম্যাচেই সমান গোল হয়ে গেছে হলান্ডের। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে হলান্ডের গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ ম্যাচে ৪৭টিতে। প্রিমিয়ার লিগের ফুটবলারদের মধ্যে এটি এক মরশুমে সর্বোচ্চ গোল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ গোল লিভারপুলের মহম্মদ সালাহ (২০১৭-১৮) আর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের রুড ফন নিস্তলরয়ের (২০০২-০৩)। হলান্ডের প্রথম কোচ এনগেভের মতে গোলের ক্ষুধাই হালান্ডকে এমন ‘গোলমেশিন’ বানিয়ে দিয়েছে, ‘অনেক দিক থেকে আর্লিং এখনও আগের মতোই। সে অনুশীলন করতে পছন্দ করে, গোল করতে পছন্দ করে, হাসতে পছন্দ করে। ওর ছোটোবেলার ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন।’ হলান্ডের সাফল্যের পেছনে তাঁর বাবা আলফি হলান্ডের অবদানও দেখছেন এনগেভ।

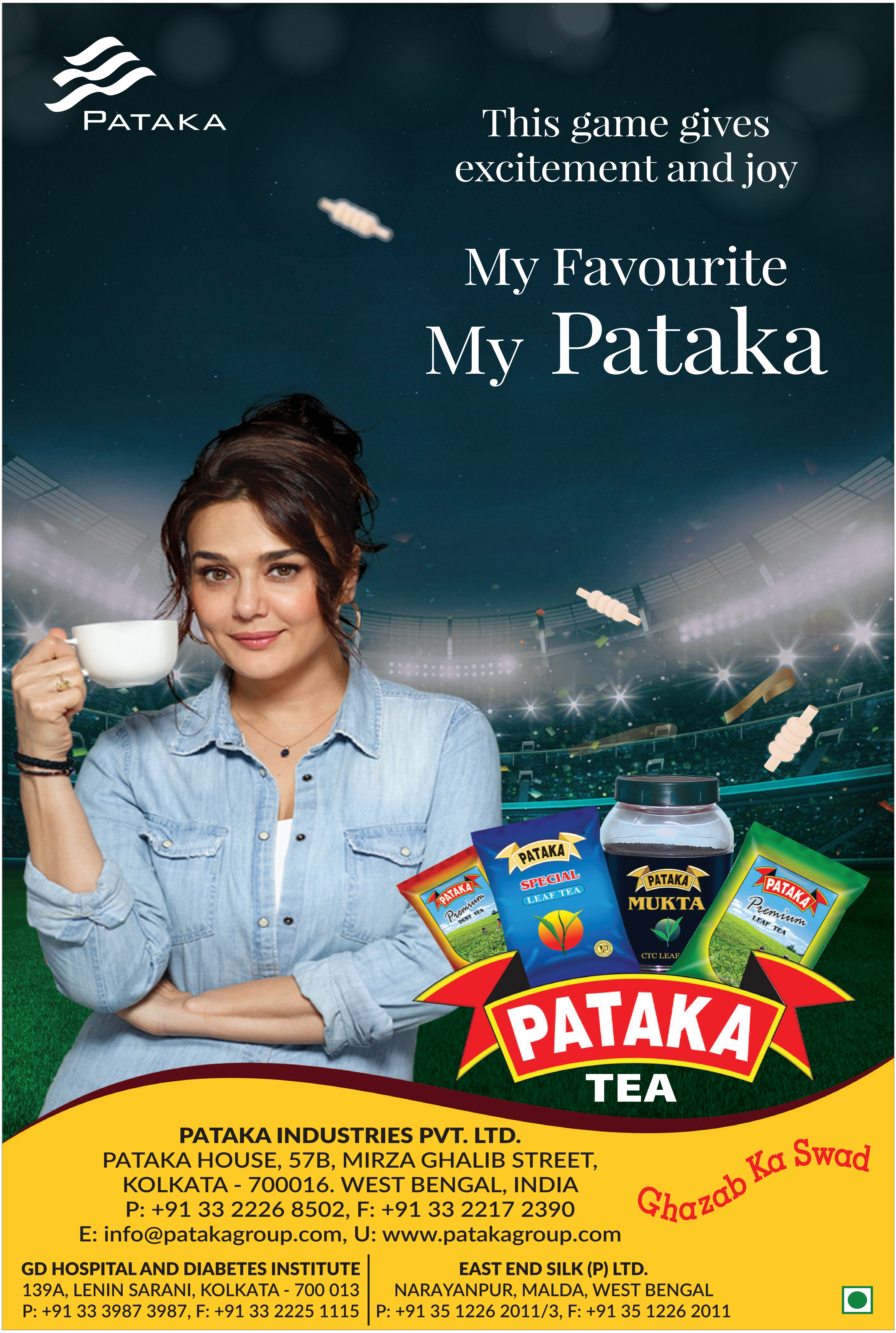

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail.com
Vol: 8 Issue:22, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111